

ওহং

ফাদাং



সম্পাদকঃ  
সঞ্জয় বিকাশ চাকমা



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

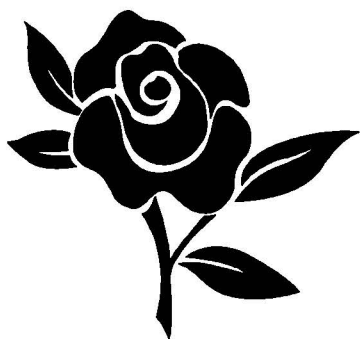
কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mottrijagat Bhante

# ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତ



ସମ୍ପାଦକଃ  
ସଞ୍ଜୟ ବିକାଶ ଚାକରା

# ଓଠି ଫୁଲଦାଂ

**ପ୍ରକାଶନାୟ :**

ଆହ୍ଲାୟକ କମିଟି

ବାବୁରା ଗୋଜାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାତି ପୁଣ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉଦ୍ୟାପନ ।

ରାଜବନ ବିହାର, ରାଜ୍ଞାମାଟି ।

**ସମ୍ପାଦନାୟ :**

ସଞ୍ଜୟ ବିକାଶ ଚାକମା

ସାର୍ବିକ ସହଯୋଗିତାୟ: ସମୀରଣ ଚାକମା

**ପ୍ରକାଶକାଳ :**

୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୬ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦ

**କମ୍ପିଉଟାର କମ୍ପୋଜ୍ :**

ଆରୁକ୍ ସ୍ଟୁଡିଓ

ସମତାଘାଟ, ବନରୁପା, ରାଜ୍ଞାମାଟି ।

**ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :**

ଆରୁକ୍ ସ୍ଟୁଡିଓ

ସମତାଘାଟ, ବନରୁପା, ରାଜ୍ଞାମାଟି ।

ମୋବାଇଲ : ୦୧୫୫୬୬୨୩୭୪୦, ୦୧୫୫୯୩୩୧୬୮୬୮

**ସମୀରଣ ଚାକମା**

ରାଜବନ ବିହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଜ୍ଞାମାଟି ।

୦୧୧୯୫୧୦୪୧୬୪

**ବିପୁଲ କୁମାର ଚାକମା**

ମିଲନପୁର, ଖାଗଡ଼ାଛଡ଼ି ସଦର

୦୧୫୫୬୧୧୧୬୪୦

**ମୂଲ୍ୟ :**

**ଯୁଦ୍ଧମେ :**

ନାଲନ୍ଦା ପ୍ରିଣ୍ଟାର୍ସ, ବନରୁପା, ରାଜ୍ଞାମାଟି ।

## শুভেচ্ছা বাণী

চাকমা জাতির মধ্যে বিভিন্ন গোজা রয়েছে। এযাবৎ মোট ৪১ টি গোজার পরিচয় পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে বাবুরা গোজা নামক ৪ গোষ্ঠী সমন্বয়ে জ্ঞাতি সম্মেলন উপলক্ষ করে মহান সংঘদানাদি পূণ্যকর্ম সম্পাদনের মহতী উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে, পরমপূজ্য বনভন্তে কর্তৃক গড়ে তোলা পূণ্যভূমি রাজ্যমাটি রাজবন বিহারে। বর্তমান বুদ্ধের সদ্ধর্ম শাসন কালে বাবুরা গোজার এটাই ঐতিহাসিক জ্ঞাতি সম্মেলনের মাধ্যমে যেন সকল জ্ঞাতিদের জাতীয় ইতিহাস রচনার পদক্ষেপ গ্রহনের সূচনা করা হয়।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে যারা এরকম মহান পূণ্যকর্ম সৃষ্টি করে জ্ঞাতীগণের হিতসাধন করছেন, কায়িক বাচনিক মানসিক ও আর্থিকভাবে পূর্ণ বা আংশিক সহযোগিতা প্রদান করছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা মৈত্রীপূর্ণ আশীর্বাদ, ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা রইল। এ মঙ্গলময় উদ্যোগ গ্রহণ, কর্ম সম্পাদন, কুশল অর্জন পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করুক। বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হোক। সকলের ক্ষমা মৈত্রী এবং নির্বাণ লাভের জ্ঞান উৎপন্ন হোক।

শুভেচ্ছান্তে

ভদ্র প্রভাসেন্দ্রনাথ মজুমদার  
রাজ্যমাটি রাজবন বিহার।

## চাম্পাদকীয়

২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ৮০ জন সদস্য/সদস্যা নিয়ে মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের ভূসিঙ্গ উপজেলায় চীবরের কাপড় বুনে চীবরদান অনুষ্ঠান করে এলাম। মগ্ন জেলাধীন বিভিন্ন এলাকা নিয়ে সেখানে প্রায় ৮০ হাজারের উর্ধ্বে চাকমাদের বসবাস। ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান প্রদেশ শাসিত সর্বশেষ রাজা অরুণ যুগের পতনের সময় আরাকান বার্মিজ রাজা ম্যাঙ্গাদি যে ১০ হাজার চাকমা সৈন্য বন্দী করেছিল তাদেরই বংশধর নিয়ে বর্তমানে জনসংখ্যায় ৮০ হাজারে উন্নিত হয়েছে। তাদের পোষাক আশাক সবই সেখানকার বার্মিজদের ন্যায়। তাদের কথাবার্তার ধরণও ঠিক এখানকার মার্মা সম্প্রদায় চাকমাদের সাথে যে ঢংএ কথা বলেন, তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় যে স্টাইলে কথা বলেন ঠিক অনেকটা তাই। সেখানে রাষ্ট্রীয় ভাবে তাদেরকে বলা হয় দেইনাক। তাদের ভাষায় দেই অর্থ যোদ্ধাদের ঢাল এবং ‘নাক’ অর্থ বহনকারী। অর্থাৎ যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তারা সবাই নিজেদের চাকমা এবং শাক্য বংশীয় বলে দাবী করেন। সেখানে কোন তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের লোক পাওয়া গেলনা। আমাদের সাথে সফর সঙ্গী হিসেবে বাবু নবকুমার তঞ্চঙ্গ্যা এবং বাবু অজিত তঞ্চঙ্গ্যা আমাদের সাথে ছিলেন। তারা অনেক চেষ্টা বা খোঁজ নিয়েছেন। দু’এক জন হলেও তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ভূক্ত লোক পাওয়া যায় কিনা, কিন্তু বিফল হয়েছেন। সেখানে কারবুয়া গোজা, মণ্ড গোজার লোক খুঁজে পাওয়া গেলেও তারা সবাই চাকমা সম্প্রদায় ভূক্ত বলে দাবী করেন।

আমি সেখানকার জনৈক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হলে অনেকগুলি গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করলাম। তাতে প্রায় অনেকগুলি নামের শেষাংশে চং শব্দটি জুরে দেয়া আছে যেমন- লং ‘চং’ প্রিং চং, ক্যা চং, আং চং ইত্যাদি। কৌতুহল বশত: চং শব্দের অর্থ জানতে চাইলে তিনি বলেন ‘চং’ শব্দের অর্থ ছড়া। ঠিক যেমনটি এখানে ছড়া/ছড়ি নামে গ্রামের নাম আছে যেমন কান্দেব ছড়া, হাজা ছড়া, জুড়াছড়ি ইত্যাদি। আমরা জানি ‘তং’ শব্দের অর্থ মুড়া বা টিলা যেমন ‘থামাং তং’ শব্দের অর্থ মার্মা ভাষায় ভাতের মুড়া। অর্থাৎ সেখানে অবস্থানকালে যেসব চাকমা জনগোষ্ঠি মুড়া-ছড়ার সংলগ্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকেই তংচঙ্গ্যা বলা হতো। আসলে তারা সবাই একই চাকমা জাতিভূক্ত। সঙ্গত কারণেই ‘তংচং’ শব্দের অর্থ তাদের ভাষায় মুড়ার ছড়া।

কালের বিবর্তনে পোশাক পরিচ্ছদে, সাংস্কৃতিক বিকাশে কিংবা রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তঞ্চঙ্গ্যা একটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের রূপ নিয়েছে। এখানকার তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়কে হয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিষয়টি তুলে ধরা হয়নি। বিষয়টি সত্য বলে মনে করার কোন অবকাশ নেই। নিছক আমার নিজস্ব ধারণামাত্র। এটি সঠিক নাও হতে পারে। তাই আমি তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের যারা বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখেন তাদের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

এখানকার চাকমা মেয়েদের পোষাক পিনন খাদির কোন চিহ্নই তাদের কাছে নেই। নামগুলিও সবই মার্মা সম্প্রদায়ের নামের মত। নামের শেষে কোন জাতীয় পরিচয়ের অস্তিত্ব নেই। খাটি বৌদ্ধ হিসেবে জাতি বা গোত্রবাদ থাকার কথা নয়। বৌদ্ধ রাষ্ট্র এবং বৌদ্ধ সরকার হওয়ার কারণে জাতিবাদ বা গোত্রবাদ বিলুপ্ত করে তাদের নাম রাখা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা বৌদ্ধ দাবী করি সত্যি কিন্তু এখনো জাতিবাদ বা গোত্রবাদ সমূচ্ছেদ করতে পারিনি। যেকারণে আজ আমরা ১১ মার্চ ২০১৬ খ্রি: তারিখে বাবুরা গোজা ভিত্তিক রাজবন বিহারে পুণ্যানুষ্ঠান করতে যাচ্ছি। এ' বিভাজন সুখকর হতে পারে না। শুধু চাকমা সম্প্রদায় নয় সকল সম্প্রদায়ের লোক একে অপরের মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকাটা অনেকবেশী নিরাপদ এবং সুখ বহন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে এরূপ কুশল কর্ম যদি আমাদের মাঝে সত্যিকারভাবে বিকশিত হয়, প্রভাবিত করে বা অনুপ্রেরণা যোগয় তাহলে এ'উদ্যোগ যথার্থই স্বার্থক হয়েছে বলে ধরে নিতে পারি। তাই যদি হয় তাহলে এ'খানেই ইতি না টেনে প্রত্যেক বছর অনুষ্ঠানের আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা সকলের উপলব্ধি করা সমিটীন হবে বলে আমি মনে করি।

যাহোক, বাবুরা গোজা ভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এটিই প্রথম বিধায় অনুষ্ঠানের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি। বিষয়টি আমার ভাইপো আহ্মায়ক সমীরণ বাবুর নিকট মত প্রকাশ করলে তিনিও সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বইটি প্রকাশের প্রয়োজনীয় উপকরণ তথ্য-উপাত্ত ও লেখা সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব নিয়ে তিনি যথাসময়ে সরবরাহ করেছেন এবং আর্থিক সমন্বয় সাধনে উদ্যোগী হয়েছেন বলেই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এ'জন্য তিনি যথার্থই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। কুশল কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তার এ'রূপ মনোবল আগামীতেও অব্যাহত থাকুক এটিই আমার একান্ত প্রত্যাশা।

পরিশেষে এ' স্মারক পুস্তিকাটি প্রকাশের জন্য যারা লেখা পাঠিয়েছেন, কম্পোজ করেছেন, মুদ্রণ কাজে সহায়তা করেছেন সর্বোপরি সকল বিষয়ে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার সম্প্রদায় এখানেই ইতি টানলাম।

“জগতের সকল প্রাণী সুখ হোক”

সঞ্চয় বিকাশ চাকমা  
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক  
রাজবনবিহার, পরিচালনা কমিটি।

# আহ্বায়কের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য

## সমীরণ চাকমা

ইতি পূর্বে বেশ কয়েকটি গোজা ভিত্তিক পুণ্যানুষ্ঠান রাজবনবিহারে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। যেমন ধামাই গোজা, তন্যা গোজা, ওয়াংসা গোজা বা বোয়াংসা গোজা বুংগোজা, লারমা গোজা ইত্যাদি। তখন আমাদেরও ইচ্ছা হতো বাবুরা গোজা ভিত্তিক পুণ্যানুষ্ঠান করার। কিন্তু সাহস করতে পারছিলাম না। কারণ বাবুরা গোজার চারটি গুপ্তি বা গুপ্তি যেমন গোজাল্যা, মানেইয়া, বাবুরা ও লোহাপাত্তো গুপ্তি। এ সব গুপ্তির লোকদের বসতি বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে ওঠা বসতি খুজে বের করা খুবই দূরূহ ব্যাপার। তাই শ্রদ্ধেয় জ্ঞানজ্যোতি ভাস্তে, শ্রদ্ধেয় মৈত্ৰীলংকার ভাস্তে, ধর্মকীর্তি ভাস্তে, শ্রদ্ধেয় সত্য জগৎ ভাস্তে এবং ধ্যানানন্দ ভাস্তে সহ বাবুরা গোজা ভিত্তিক পুণ্যানুষ্ঠান করার বিশদ ভাবে আলাপ আলোচনা করা হয়। মূলত তাদের উৎসাহ পেয়েই এ পুণ্যানুষ্ঠান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এবং শ্রদ্ধেয় প্রজ্জালংকার মহাশুভির ভাস্তেকে এ বিষয়ে অবগত করা হলে ১১/০৩/১৬ খ্রিঃ তারিখে পুণ্যানুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পর ১৩/০২/১৬ খ্রিঃ একটি আহ্বায়ক বা উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। সদস্য/সদস্যা নাম ও পদবী সহ অপর পৃষ্ঠায় দেয়া হল। আহ্বায়ক কমিটির অন্যান্য সদস্য/সদস্যা যারা ছিলেন যাদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি, তাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রচারণা যোগাযোগ ও অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে যারা অকান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাদের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এতবড় গোজা ভিত্তিক রাজবন বিহারে পুণ্যানুষ্ঠান করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব হতো না। উপদেষ্টা মন্ডলীর উপদেশ পরামর্শ আমাদের কাজে কর্মে সাহস জুগিয়েছে। আমার কাকা বাবু সঞ্জয় বিকাশ চাকমার পরামর্শে স্মারক পুস্তিকাটি প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তিনি আমাকে জোর দিয়ে বলেছেন প্রথম পুণ্যানুষ্ঠান হিসেবে অনুষ্ঠানের স্মৃতি ধরে রাখতে হলে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা একান্তই প্রয়োজন। কাকার কথাকে গুরুত্ব দিয়ে স্মরণিকাটি প্রকাশ করবোই এই দৃঢ় সংকল্প করেছি। তিনি সম্পূর্ণ সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। তজ্জন্য কাকাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রিকু চাকমা (আরু ক স্টুডিও, বনরূপা সমতাঘাট) কম্পিউটার কম্পোজ সহযোগিতা করায় তাকে অশেষ সাদুবাদ ও আশীর্বাদ জানাই।

আর যারা অর্থ সংগ্রহের গুরু দায়িত্ব নিয়ে মাঠে নেমেছেন তাদের প্রতি রইল আমার সাধুবাদ। কারণ অর্থ ছাড়া কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। অবশেষে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো যারা বিভিন্ন কমিটির সদস্য/সদস্যা হয়ে কাজ করেছেন, যারা কমিটির বাহিরে থেকেও সকল প্রকার কাজে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন যারা দূরদূরান্ত থেকে এসে পুণ্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। সকলের নিকট অনুরোধ রইল প্রতি বছর যাতে আরো বাবুরা গোজা ভিত্তিক পুণ্যানুষ্ঠান করা হয় এই কামনা রেখে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

সাদু --- সাদু ----সাদু



## “নমোতস্ ভগবতো অরহতো সম্মা সমুদ্বস্” ৩ বার

এচ্যা ১১ মার্চ ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখত রাঙামাত্যা রাজবন বিহারত আওজগড়ি জায়জুকুল গুজ্যা পুণ্য খলাবত বাবুরা গোজার গজাল্যা গুত্তি, মানেইয়া গুত্তি, বাবুরা গুত্তি ও লোহাপাত্তো গুত্তির থুবেইয়া মানেইলকুনর পরিনির্বাণ যেইয়া বেগতুন দাঙর বনভাঙে সুদ এ পুণ্য খলাবত এই পাজ্যা এই নপাজ্যা ভাঙেগুনর মধ্যে বেগতুন দাঙর ভাঙে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির ও থুবেইয়া বেগ্ ভাঙেগুনইদু বেকুনে মিলি আওজর

### বর মাগির

ও! পূজনীয় ভাঙে লগ্!

বাবুরা গোজার মানেই লকুনে এচ্যা পইল্যা পাত্তুরুতুরু গড়ি এ'পুণ্য কামান্ ফগদাং গল্পং। বজর বজর এদক্যা পুণ্যকাম গড়ি পারি পারা। মানেই জিংকানিত থেইন্যায় কদক-যে দুগ্ পের। টেঙা পয়জেয়, ভাদে কাপড়ে অভাবর দুগ্, পুয়া ঝিয়র, মা বাবর কদা ন মান্যা, ন শন্যা দুগ্, আদাম্যা পারাল্যায় দুগ্, বেজাত্যা মানেই লকুনদোই ভুই জমিন কারাকাজ্যা দুগ্। এ' দুক্কানি ভজ্ যেবাত্যায় আমি তোমাইদু হাতজুর গড়ি বর মাগির। বেগ্ মানেইলগর সীমানেইয়া দুক্কানি জাদি মাদি ভজ্ যোগ।

ও! পূজনীয় ভাঙে লগ্!

গৃহীকালে বাবুরা গোজা পরিবারত্ জনিয়া ভাঙে লকুন-অ ইদু আওজর জু জানের। তুমি বুদ্ধ শাসনত্ থেইন্যায় জাদিমাদি মার্গ লাভ গরি দুগত্ পুজ্যা বাবুরা গোজা মানেইলকুনরে দুগতুন উদ্ধার গর। আমি খবর পেই সম্যক সমুদ্বও শাক্য বংশীয় জ্ঞাতি কুলর লিচ্চবিউনরে উদ্ধার গড়িবার চেষ্টা গচ্ছে। বুদ্ধর ছায়া সুখ, মা-বাবর ছায়া সুখ, জ্ঞাতিগণর ছায়াও সুখ। আমিও বাবুরা গোজা জ্ঞাতি সম্মেলন উদিজ গড়ি পুণ্যকামত্ লাগি থেইন্যায়, সুখে দুঘে চা-চি গড়ি মিলিমিঝি খুজিমনে এক জোদা অই থেই পারি। এই প্রার্থনাগাণ গড়ির।

ও! পূজনীয় ভাঙে লগ্!

এচ্যা আমার এ'পুণ্যখলাত্ জাই জুকুল গজ্যা নানা বাবত্যা দান জিনিস্ ভিক্ষু সংঘরে দান দিইন্যায় যে পুণ্য জমা অল বাবুরা গোজা জ্ঞাতিকুলর মরি জিয়া মানেইলক্ প্রদত্ত ভোগী প্রেতলোকত্ থেই থেলে তারা বেকুন উদ্ধার ওদোক্। আমিও যেন্ বাজি থিয়া বেগ্ মানেইলগ্ নানা দুগতুন, নানা দরতুন নানা পিরাতুন, নানা তস্যাতুন, নানা বাবত্যা ভেজালতুন, জোল বাগলুতুন রক্ষা পেইন্যায় সুখে শান্তিয়ে থেই পারি শেষমেস্ নির্বাণ লাভ গড়ি পারি।

দ্বি বারে তিন বারে-অ হাজার হাজার জু জানেই বরমাগির।

দয়াগড়ি তুমি আমারে বর দু-অ

“বেগ প্রাণীগুণ সুখী ওদোক্,

বেগ্ দুগতুন উদ্ধার ওদোক্”

আত জুর গড়ি জু জানেই

বাবুরা গোজার বেগ্ মানেইলক

আ-হ

পুণ্য খলাত থুবেইয়া বেগ্ মানেইলক

রাজবন বিহার, রাঙামাত্যা

তারিখ: ১১/০৩/২০১৬খ্রি:

২৫৫৯ বুদ্ধাব্দ

জাগা: রাজবন বিহারর পুণ্যখলা।

## সৃষ্টিপত্র

১।	শাক্য, চাকমা এবং জ্ঞাতি সম্মেলন প্রসঙ্গে	০১
২।	কালগত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে	০৪
৩।	একগুচ্ছ পিছিয়ে থাকা প্রাণীর টানে এ কেমন “পদক্ষেপ”	০৬
৪।	অভিমত	১০
৫।	বাবুরা গোজার উৎপত্তি ও গোত্র বা গোষ্ঠী (গুতি) পরিচয়	১২
৬।	“রামেসু” (চিগনবিবাপ) ও তাঁর ৪ (চার) পুত্রের পরবর্তী বংশধরগণ	১৫
৭।	গোলক্ক ২য় পুত্র ভৈরবচন্দ্র পরবর্তী বংশধর	১৬
৮।	রামেসুর ২য় পুত্র উনুক্ক পরবর্তী বংশধর	১৭
৯।	উনুক্ক-২য়পুত্র কিরিং চন্দ্র (মন্দ বাপ) এর পরবর্তী বংশধর	১৮
১০।	ধনক্ক ৩য় পুত্র হীরামক্ক এর পরবর্তী বংশ ধর	১৯
১১।	“রামেসু” ৪র্থ পুত্র রুনুক্ক (আহবিবাপ) এর পরবর্তী বংশধর কমতলি বুড়ীঘাট (প্রথম বসতি স্থান)	২০
১২।	পরম পূজ্য শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের শাসনে বাবুরা গোজা থেকে প্রব্রজ্যাধারী ভিক্ষুদের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২২
১৩।	উপদেষ্টা কমিটি, অর্থ উপ-কমিটি, তথ্য ও প্রচার উপ-কমিটি ও উদ্যাপন কমিটি	২৫

# শাক্য, চাকমা এবং জ্ঞাতি সম্মেলন প্রসঙ্গে

ভদ্র শ্রীমৎ জিনবোধি মহাথের

প্রেসিডেন্ট, ত্রিশরণ ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ

বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখতে পাই যে, শুভ ফাল্গুণী পূর্ণিমার অন্যতম তাৎপর্য হলো শাক্যদের জ্ঞাতি সম্মেলন। স্বয়ং তথাগত শাক্যমুনি বুদ্ধ এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বুদ্ধের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী “ জ্ঞাতির ছায়া সুখকর”। বুদ্ধের এই বাণীর আলোকে শাক্য বংশাবতংস চাকমা জাতি আজ পরলোকগত জ্ঞাতি বর্গের সদগতি এবং আপামর জ্ঞাতিদের ধর্মীয় সংহতি, কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনায় পুণ্যভূমি রাজবন বিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান- আয়োজনের গোড়াপত্তন করেছে। এই মাসলিক উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বাবুরো গোজাভুক্ত বিশিষ্ট জনদের বদান্যতায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে একটি সঞ্চলন প্রকাশনার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তজ্জন্য আমি বিশেষভাবে আনন্দানুভব করছি। উক্ত সঞ্চলনটির জন্য আমার কাছ থেকে একটি লেখা চাওয়ার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্টদের জানাই আন্তরিক সাধুবাদ ও মৈত্রী কামনা।

একটি কথা না বললে নয় যে, আমাদের আজকের প্রগতিমনা তরুন সমাজ স্বজাতির ধর্মীয় ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শিকড় সন্ধানে তৎপর হোক- একাধারে শাক্য বংশীয় এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বুঝে উঠতে পারছে না যে, ধর্মীয় ইতিহাসের মাঝেই নিহিত রয়েছে আমাদের চাকমা সংস্কৃতির উত্তরাধিকার।

ভেবে দেখতে পারি- চাকমাদের ভাদ্দ্যা পূজার কথা, শাক্যদের হল্কর্ষগোৎসবের কথা, সামাজিক রীতিনীতির মাঝে লুপ্তায়িত ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ লোকায়ত সংস্কৃতির নজির বুদ্ধ সুত্তং, গোজেন লামা, তিরিপুদি তারা, আরিন্দামা তারা, সিগল-মগল তারা ইত্যাদি অফুরন্ত উপাত্ত গুলোর খাত। ত্রিশরণ ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এর প্রধান হিসেবে আমি বরাবরের ন্যায় বৌদ্ধ সাধারণের নিকট এই আত্মোপলব্ধির আহ্বান জানাই।

বৌদ্ধ ইতিহাসে পাই যে, শাক্য রাজ পরিবারের দাসীপুত্র বিরুঢ়ব শাক্য দেশে এসে প্রত্যাখ্যাত হন এবং এই প্রত্যাখানের জবাব হিসেবে শাক্যদের শোণিততে হস্ত রঞ্জনের প্রতিভাসহ শাক্য নিধন যজ্ঞের ঘৃণ্য অঙ্গীকার করে। শাক্য বিদ্রোহী বিরুঢ়ব শাক্য নিধন কল্পে সমর যাত্রার প্রাক্কালে স্বয়ং শাক্যমুনি বুদ্ধ পথিমধ্যে ছায়াঘন বৃক্ষতলে উপবেশন না করে ছায়াহীন বৃক্ষতলে অবস্থান নেন তা’ দর্শনে বিরুঢ়ব প্রথম ও দ্বিতীয় সমর যাত্রা প্রত্যাহার করে। তথাগত শাক্যমুনি বিরুঢ়বকে জানান যে, জ্ঞাতির ছায়া সুখকর।

আমাদের ইতিহাসে বেত্তাদের মতে, বিরুদ্ধের নিধন যজ্ঞের শিকার শাক্যদের একটি অংশ হলো চাকমা জাতি। চাকমা জাতির রাজ বংশের ইতিহাসকে যেভাবে বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত শাক্য রাজ বংশের ইতিহাসের উপাত্ত ও তথ্যের সাথে সঙ্গতি পূর্ণ অবয়বে দেখানো হয়েছে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই বলে আমি মনে করি। পৃথিবীতে বিরল সাহসিকতা ও দিগ্বিজয়ে কুশলী মোগল জাতিকে জাপানের বৌদ্ধ ঐতিহাসিকগণ শাক্য বংশোদ্ভূত বলে ধারণা করেন। তিব্বত, ভূটান, ভারতের অরুণাচল, মঙ্গোলিয়া ও বাংলাদেশের চাকমা জাতির মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকাটা তাই অসম্ভব হবার কথা নয়।

হিমালয় ঘেঁষা নেপাল দেশের কথায় আসা যাক- এ'দেশটিতে যে শাক্য ও কোলিয় বংশের রাজত্ব ছিলো তা' বৌদ্ধ ইতিহাসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। আজও শাক্যরা রয়েছেন এদেশে। দেশটির সংস্কৃতিতে কুমারী পূজা প্রচলিত। একমাত্র শাক্য কন্যারাই এই পূজায় কুমারী হবার যোগ্য। চাকমা জাতির সাথে নেপালের শাক্যদের যে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তা' নেপালী বৌদ্ধ নেতা মহানাম শাক্য, আশারাম শাক্য প্রমুখ একবাক্যে স্বীকার করেছেন রাঙ্গামাটি আনন্দ বিহারে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ মহাসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে। বিরুদ্ধের কর্তৃক শাক্যরা দেশচ্যুত হলে কী হবে? শাক্যমুনি বুদ্ধের অনুসারী বিশ্ব বৌদ্ধ জাতি আজও সগৌরবে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

প্রাচীন শাক্যদের জ্ঞাতি সম্মেলন এর ঐতিহ্যের আলোকে চাকমাদের মধ্যে যেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান এর অবতারণা তাতে সংকীর্ণ গোত্রবাদের অহমিকা নয় বরং তার উর্ধ্বে স্বজাতিত্ব বোধকে ধর্মীয় প্রেরণায় উজ্জীবিত করা সর্বোপরি বিশ্বের গরীয়ান বৌদ্ধ বলয়ের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করার মাঝে আত্ম পরিচিতি অর্জনই হলো আসল কথা।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, হিমালয় পর্বতের গাত্রচ্যুত অসংখ্য নদ-নদী সাগর বক্ষে মিলিত হয়ে যেমন “সাগর জল” নামে অভিন্ন পরিচয় লাভ করে তেমনি বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী সম্প্রদায় বৌদ্ধ সঙ্ঘে, একীভূত হয়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অভিন্ন স্রোত ধারায় সন্নিবিষ্ট হয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নামে আত্মপরিচিতি ধারণ করে।

আমরা জানি যে, চাকমা জাতিতে কতিপয় গোজা বা গোষ্ঠীর সম্মিলিত রূপ বিদ্যমান। গোজা গুলোর উৎপত্তির মূলেও রয়েছে অকাট্য অনেক কারণ বা যুক্তি। আর এসব কারণ বা যুক্তি গুলোর বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তিও রয়েছে। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মত দ্বৈততার অভাব নেই। বাবুরো গোজা হবার কারণ হিসেবে জানা যায় বড়ুয়া গোজার জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু কাষায় বস্ত্র ত্যাগ করতঃ অনাগরিক জীবন ছেড়ে সংসার জীবনে যোগ দেন। তারই বংশানুক্রমিক যারা উত্তরসূরি তাদের বাপ বড়ুয়া ও পরে

বাবুরো (চাকমা উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য) শব্দটি বেরিয়ে আসে। আবার অনেকের মতে এই ধারণা অসঠিক। তাঁদের মতে বাবুদের (চাকমা কথায় বাবুর) গোজা। অনুরূপভাবে বড়ুয়াদের (চাকমা কথায় ববুয়া) গোজা হতে দেখা যায়। যা' হোক, চাকমা সমাজে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। এই জোয়ার যেন ভিন্ন পথে ধেয়ে না যায়। শাক্য জাতির উত্তর সূরি চাকমা জন মানসে আলোর ঝিলিক ছড়াক এই জ্ঞাতি সম্মিলন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সাবার মাঝে মৈত্রী, করুণা জাগ্রত হোক- সুখ-সমৃদ্ধির স্বর্ণ দুয়ার উন্মোচিত হোক এই প্রত্যাশা ও শুভ কামনা করি।

সবের সত্তা সুখিতা হোস্ত।

## কালগত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্য

মৃত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে দানধর্ম সম্পাদন করিয়া দেওয়ার প্রথা বুদ্ধের আবির্ভাব হওয়ার পূর্বেও ভারত উপমহাদেশের হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ প্রচলন ছিল। সেই কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা মৃত জ্ঞাতি, আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া দিয়া থাকেন। তবে শুধু হিন্দু সম্প্রদায় কেন? বিশ্বের সকল জাতির সম্প্রদায় লোকের এই রকম কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মৃত জ্ঞাতির উদ্দেশ্যে পুণ্য কর্ম সম্পাদন করা একান্তই অপরিহার্য। আর যাহারা যাহারা জ্ঞানী-পণ্ডিত, ধার্মিক, শীলবান জ্ঞাতি স্বজনদের মধ্যে যিনি জ্ঞাতিপ্রেতদের প্রতি অনুকম্পাকারী বা দয়ালু তিনিই সময়ে সময়ে এইরূপ পবিত্র ও উপযুক্ত খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্য দান করিয়া এই পুণ্য আমার জ্ঞাতি প্রেতদের লাভ করিয়া আমার জ্ঞাতিগণ সুখী হউক এই বলিয়া পুণ্যদান করিয়া থাকেন। জানা যায় থাইল্যান্ডে তাহাদের মৃত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে আঠার বৎসর যাবৎ দানধর্ম করিয়া দিয়া থাকে। আর আমাদের চাকমা সমাজেও বাৎসরিক পুণ্যকর্ম উদযাপন করিয়া থাকেন। তবে সামর্থ থাকিলে মৃত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে সারাজীবন ধরিয়া পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া দিতে কিসের অসুবিধা? বরং এইভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের দ্বারা নিজেদেরও পুণ্য জমা হয়। আর অন্যদিকে কালগত জ্ঞাতিগণের উপকার সাধন করা হয়। কারণ আপনারা দান দেওয়ার সময় যে বলেন ইমং ভিক্ষং স- অট্ট পরিক্ষারং ভিক্ষু সঙ্ঘস্স দানং দেমা পূজেমা অর্থাৎ এই অষ্টপরিষ্কার সহ খাদ্য-ভোজ্য ভিক্ষু সংঘকে দান করিতেছি। ইহাতে ভিক্ষুসংঘ পূজিত হয়। ভিক্ষু সংঘ পূজিত হওয়া মানেই বুদ্ধ শাসনের উন্নতি। অর্থাৎ বুদ্ধ শাসনের উপকার। এইভাবে শাসন হিতে কোন দাতা যদি দান করে সেই দাতার বা দানকারীর বিপুল পুণ্য সঞ্চিত পুণ্য পানি ঢালিয়া “ ইদং বো এগাতীনং হোতু, সুখীতা হোন্ত এগাতযো” বলিয়া উৎসর্গ করা হয় অর্থাৎ আজকে আমাদের এই সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান ও নানাবিধ দানীয় বস্তু দান করিয়া যাহা কিছু পুণ্য সম্পত্তি লাভ হইল, সেই পুণ্য সম্পত্তি আমাদের অতীত এবং বর্তমান জীবনের মৃত জ্ঞাতিগণকে দান করিলাম, এই পুণ্য লাভ করিয়া তাহারা সুখী হোক বলিয়া পুণ্যদান করা হয়। ইহাতে কালগত জ্ঞাতিগণেরও উপকার করা হয় আর সেইক্ষণে পুণ্যদানকারীরও পুণ্যদান হেতু আর দ্বিতীয়বার পুণ্যলাভ হয়। কেন না, দান দুই প্রকারে করা হয়। বস্তুদান এবং পুণ্যদান করিয়া। অন্যদিকে মৃত জ্ঞাতিগণের একবার পুণ্য লাভ হয় তাহাও সেই সময়ে জ্ঞাতিপ্রেতগণ যদি তথায় উপস্থিত থাকিয়া কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস করিয়া আগ্রহ সহকারে এইদান আমার জ্ঞাতিগণের হিতসুখ সাধিত হোক বলিয়া অনুমোদন করিয়া প্রশংসা করে, দান অনুমোদন করিয়া ভালো হইয়াছে, ভালো হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করে, সেই

মূহূর্তে তাহাদের অনুমোদন জনিত পুণ্য লাভ হয়। সেই অনুমোদন জনিত পুণ্য প্রভাবে শ্রেতগণ দুর্গতি থেকে মুক্ত হইয়া সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সেই কারণে মৃত জ্ঞাতিগণের অনুকম্পাকারী হইয়া পুণ্যদানকার্য সম্পাদন করিয়া দিলে মৃত জ্ঞাতিগণের যেমনি উপকার সাধিত হয় তেমনি নিজেদেরও উপকার বা পুণ্যলাভ হয়। সেই কৃতপুণ্যের প্রভাবে আর-উন্নতি সুখ-সমৃদ্ধি বর্ধিত হয়, বিবিধ আপদ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আবার মরণ মূহূর্তে পুণ্য কর্মের প্রভাবে স্মৃতি উদ্ভাসিত হইলে মরণের পর সোজা স্বর্গের দেবপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি। আর অন্যদিকে মানবকুলে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। এই দিকে বুদ্ধ শাসনেরও উপকার সাধিত হয়। বুদ্ধ শাসনের উন্নতি, উপকার করার অর্থ হইল ভিক্ষু সংঘকে রক্ষা করা। কারণ ভিক্ষুসংঘ দায়কের উপর নির্ভরশীল। ভিক্ষু সংঘ দায়কের প্রদত্ত চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা ব্রহ্মচর্য জীবন রক্ষা করিয়া থাকে।

ভিক্ষু সংঘ বাঁচিয়া থাকিলে বা রক্ষিত হইলেই বুদ্ধের শাসন রক্ষিত হয়। আর অন্যদিকে বুদ্ধের শাসন থাকিলেই মানুষেরা উর্বরক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘ ক্ষেত্রে দান-শিক্ষা দ্বারা ইহ পারলৌকিক পুণ্য-সম্পত্তি অর্জন করিতে পারে। এমনকি কেউ কেউ পরম সুখকর সর্ব আসব ক্ষয়ে নির্বাণ সম্পত্তি অর্জন করিতে পারে।

সুতরাং তাই মৃত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে ভিক্ষু সংঘকে দান দিলে মৃত জ্ঞাতিগণের যেমনি উকার সাধিত হয়, তেমনি নিজেদের পুণ্য সম্পত্তি অর্জিত হয় এবং বুদ্ধ শাসনেরও উপকার সাধন করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধ শাসন রক্ষা করা হয়। এক কথায় সংঘক্ষেত্রে দান দেওয়া হইলে এক টিলে ত্রিমুখী উপকার সাধিত হয়। অতএব শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকা ও দায়ক দায়িকা আপনাদের সামর্থ অনুসারে এবং সম্ভব হইলে মৃত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দানধর্ম করিয়া দেওয়া প্রত্যেকের একান্ত উচিত। পরিশেষে বলিতে হয় আপনাদের এই বাবুরা গোজা ভিত্তিক মহৎ পুণ্যকর্মের উদ্যোগ আসলে সত্যি বুদ্ধ প্রশংসিত, ভিক্ষু সংঘ প্রশংসিত ও জ্ঞানী গুণী শীলবান পণ্ডিত লোকের প্রশংসিত কাজ। আমি আবারও জোর গলায় বলিতে পারি এই রকম প্রশংসিত কাজ যাহারা উদ্যোগ নিয়া থাকে এবং যাহারা যাহারা এই মহৎ, সৎ ও পবিত্র কাজে সংশ্লিষ্ট তাহারা সকলেই একদিকে সাধুবাদ প্রাপ্তি আর অন্যদিকে তাহাদের পরলোকের গতি কখনও নিম্নগতি হয়না, বরং উর্ধগতি হয়।

সাধু সাধু সাধু

লেখক: ভদন্ত ধর্ম তিলক ভিক্ষু

অধ্যক্ষ: ভারবোয়াচাপ বনবিহার

বন্দুকভাঙ্গা, রাঙ্গামাটি।

# একগ্রন্থ পাঁছয়ে থাকে প্রাণীর টালে এ কেমন “পদক্ষেপ”?

শ্রীমৎ সত্য জগৎ ভিক্ষু  
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

পৃথিবীতে মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব এটা আমরা সবাই জানি, তাই সেই মানুষের ধ্যান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানে আজকের এই পৃথিবীতে কী না সাধিত হয়নি? এটা হয়ত হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা কোনদিন কল্পনা করতে সক্ষম হননি যে, মানব জাতির মস্তিষ্কেই লুকানো ছিল বিশাল এই পৃথিবী বদলানোর মত অসীম বুদ্ধিমত্তা। অপরদিকে মানব জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের পুরোহিত সদৃশ বিজ্ঞানীরাও হয়ত কল্পনা করেননি, আত্মরক্ষার জন্য তৈরী করা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আজকের দুনিয়াতে দৈনিক শত শত নিরপরাধ অসহায় মানুষের প্রাণহানি ঘটবে এবং একটি বোমায় যে একটি রাষ্ট্র ধ্বংস হবে। তাই ভাবা কঠিন, কোনো কোনো কাজও ভাল সম্ভাবনায় করা হয় বটে, হিতের বিপরীত পরবর্তীতে মন্দে রূপ নেয়। মানুষই পারে মানব জাতি তথা পৃথিবীর মত গ্রহে বসবাস করা মানুষ এবং অন্যান্য জীব সত্তাদের অধিকার স্বাধিকার রচনা বন্দোবস্ত করতে। অন্যকোন প্রাণীর দ্বারা এসমস্ত চিন্তা করা কল্পনাভীত। আমরা জানি পৃথিবীতে অনেক প্রাণীর বিলুপ্তির সন্নিহিত প্রায়, তার মধ্যে ধরা যাক ‘গণ্ডার’ এই প্রাণীদেরকে আমরা সচরাচর চিড়িয়াখানা ব্যতিত অন্যকোন জায়গায় দেখতে পাই না, অপরদিকে আফ্রিকার মত প্রাণীর অভয়াারণ্য দেশেও নাকি এই প্রাণীটির বিলুপ্তির সম্ভাবনা করছেন প্রাণী বিশেষজ্ঞরা, তাই সেদেশের এক সচেতন ব্যক্তি (শুধু সচেতন বললে মনে হয় কম বলা হয়, তাঁকে পরম দয়ালু বলা উচিত) গণ্ডার রক্ষার জন্য এক অভিনব উপায় কৌশলের পদক্ষেপ হাতে নিয়েছেন। তিনি প্রথমে প্রাণীটিকে আক্রমণের প্রধান কারণ উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন, লক্ষ্য করলেন প্রাণীটি মানব শিকারির হাতে প্রাণ হারাচ্ছে; তারপর তিনি আবার লক্ষ্য করলেন প্রাণীটির প্রতি মানুষের প্রধান লোভের অংশ কোনটি; কি তার শরীরের মাংস? নাকি অন্য কিছু; পরে তিনি তাও জানতে পারলেন প্রাণীটির সবচেয়ে মূল্যবান অংশটি হচ্ছে তার একটি মাত্র সিং। গণ্ডারের সিং নাকি আমাদের এশিয়া মহাদেশে ঔষধি হিসেবে বিশাল ব্যবহার হয়ে থাকে; এবং এর মূল্যও অনেক টাকা, তাই গণ্ডারদের মৃত্যুর প্রধান কারণটি হচ্ছে তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র হাতিয়ার সেই সিংটি। কিন্তু তারা কি জানে? সজীবতায় জানে-প্রাণে বেঁচে থাকার একমাত্র অন্যমত হাতিয়ারটিই তাদের মৃত্যুর একমাত্র কারণ? যদি জানত তাহলে তারা অকাতরেই প্রাণের বিনিময়ে অস্ত্রটি জমা দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করে দিয়েদিত। কারণ কে’না চায় এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে; তাই সে দয়ালু ব্যক্তিটি নেশা প্রয়োগের মাধ্যমে গণ্ডারের আত্মরক্ষার অস্ত্র সিংটি কেটে নিতে শুরু



করেছেন। তার ধারণা সিংটি যখন থাকবে না গণ্ডারকে আর মানুষ মারতে যাবে না। তিনি হয়ত এও চিন্তা করেছেন, সিং কেটে নেওয়ার পর বৈধভাবে বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে গণ্ডারদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু কে জানে, গণ্ডারেরা কি আসলে সুরক্ষিত হচ্ছে, নাকি সহায় সম্বল হারা হয়ে সর্বহারা হচ্ছে? ভাগ্যই বা কি ঘটতে যাচ্ছে তাদের জীবনে? মানুষ ছাড়াও হিংস্র ব্যাঘ্র, সিংহের মত ভয়ঙ্কর বুদ্ধিপ্রবণ প্রাণীরা তাদেরকে আগের মত ভয় করবে কি? বা তাদেরও কি আত্মরক্ষার জন্যে আক্রমণকারীকে ঘায়েল করার মত শক্তিটি থাকবে তো? নাকি নিরাপত্তার আড়ালে তাদেরকে ধ্বংসের দিকে থেলে দেয়া হচ্ছে, বিশ্লেষকেরা এ নিয়ে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন; তাদের ভবিষ্যতই বা কি দাঁড়াতে যাচ্ছে।

এখানেও আমার মত বোকারা বিগত দু'এক বছর যাবত এদিক সেদিক ভাবতে শুরু করেছি, কি করতে কোনো কি হতে যাবে কি? গোজাভিত্তিক পারলৌকিক জ্ঞাতিগণের উপকারের উদ্যোগটির ভবিষ্যৎ তার গতিবিধি কতটুকু বজায় রাখতে পারবে, কোনো লক্ষ্যচ্যুত হবে কিনা সেটিই চিন্তার খোরাক যোগালো বিশেষ করে। আসলে এই গোজা ভিত্তিক কোনো কোনো আয়োজন বোধহয় ইতোপূর্বেও হয়েছিল, তবে পার্থক্যটা হল, পূর্বে কিন্তু ধর্মের ছত্রছায়ায় হয়নি, করা হয়ে থাকে চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী “ভাদ্যাপূজার” মত এক ধরনের জ্ঞাতি সম্মেলনের মহাযজ্ঞের আয়োজন। যেখানে আয়োজন করা হত দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় অনু, বস্ত্র ছাড়াও বহুমূল্যমানের দ্রব্য স্বর্ণ-রোপ্যদির মত মূল্যবান ধাতুও; কিন্তু কালের বিবর্তনে বর্তমানে সেটির গতানুগতিক বিলুপ্তি প্রায় বলা চলে। কথিত আছে, সেই পূজার মাধ্যমে উক্ত গোজা থেকে পরলোকগত কোনো ব্যক্তির যদি অত্র গোষ্ঠি বা অন্যকোনো গোষ্ঠিতে পুনঃজন্ম ঘটে থাকে, এবং সেই পুনঃজন্ম লাভী ব্যক্তিটি যদি সেখানে উপস্থিত থাকেন, তৎমূহুর্তে তিনিই শুধু মূর্ছা গিয়ে লুতে পড়ে যান; আর তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হুঁচ এনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হত তাঁর আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটি কি; আশ্চর্যের বিষয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে সে ব্যক্তি শান্ত হয়ে পড়তেন। তাহলে সেখানে প্রমাণিত হয় এবং পূর্বজন্মে কোনো বস্তুর তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য, তখনকার সময়ে কিন্তু গোত্র, অঞ্চল ভেদে অনেক দণ্ডও ছিল, এবং আমি নিজেই শুনেছি; যা বর্তমানে ধর্মের প্রভাব বিস্তার অথবা শিক্ষার বিকাশ ঘটানো বা মানুষের বুদ্ধি বিকাশের বহুমাত্রিক বোধশক্তির অবদান যাই বলা হোক না কেন, বংশ, গোত্রের ঘ্রাণ অনেকটা কমে এসেছে বলা যায়। যে অর্জনকে আমরা দাবী করতে পারি চাকমা সমাজের গোষ্ঠি-গোত্রের সংকীর্ণতার গণ্ডিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি। অথচ হীন জাতি, উচ্চ জাতি

এ নাম গন্ধের কারণেই বুদ্ধের জীবদ্দশায়ও শাক্যবংশের পতন ঘটেছিল। আশাকরি সেটির পুনরাবর্তন বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কেউ আকাঙ্ক্ষাও করে না। কিন্তু বিগত কয়েক বছর হতে চলেছে বিভিন্ন গোজা ভিত্তিক এখরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন ক্রমাগত হারে বেড়েই চলেছে। যেমন- বংশাগোজা, আঙুগোজা, বুঙগোজা, লারমাগোজা ইত্যাদি। তাঁদের ধারাবাহিকতায় এবার প্রেরণা যোগালো বাবুরা গোজার এই উদ্যোগটি; যাকে আমি সাফল্যের সমর্থনও করছি না, বিরোধও করি না। তবে পণ্ডিতদের সমর্থিত বাক্য স্মরণ করি, “একতায় শক্তি, একতায় বল, কোনকিছু সাধিতে হলে প্রয়োজন ঐক্যের দল।” কিন্তু সেই একগুচ্ছ কর্মকাণ্ডগুলিই কেন জানি আমাকে ভাবায় জানি না; আমরা কোনো খণ্ড খণ্ড শক্তি উৎপাদনের চেষ্টায় মৌলিক শক্তিটিও হারাতে যাবো কি? চাকমাদের মধ্যে কত গোষ্ঠি বা গোজা রয়েছে সেই হিসাব কিন্তু আমার কাছে আদৌ জানা নেই; বর্তমান (বৃদ্ধদের) আনুমানিক ধারণা হয়ত ত্রিশ/চল্লিশের কোঠায় হতে পারে। তবে প্রত্যেকেই যদি এভাবে উদ্ভুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে তখন কে জানে, “চাচা আপন পুরান বাঁচায়” দাঁড়াতে যাবে কি? কোনো পূর্বের খ-সমষ্টির উপাদান পুনঃজাগরণ করা হচ্ছে না তো? এই খণ্ডিত একতা কোনো নেটিবাচকের দিকে মোড় নিয়ে ঐক্যবদ্ধতার যোগান দেবে কিনা, তার নিশ্চয়তা আমরা কিভাবে ভেবে নিব? ধরা যাক, এক নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের সময় উপস্থিত হল, গণতান্ত্রিক অধিকার যোগ্যতা থাকলে একাধিক প্রার্থী নির্বাচন করতে পারেন, তখন কি প্রত্যেক গোষ্ঠিই চাইবে না? আমাদেরও একজন প্রতিনিধি চাই; অবশ্যই চাইবে। তখন প্রত্যেক গোষ্ঠির প্রতিনিধির প্রতিযোগিতার ফাকে অপর কালো শক্তিই ফাকা মাঠে গোল দেবে, তা কি আমরা বর্তমানেও উপলব্ধি করছি না? তাড়াও আমাদের পূর্বের গ্রামিক সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিষয়টি অত্যন্ত ভূমিকাবহ অবদান রেখেছিল তার কোনো সন্দেহ নেই। আমরা বর্তমানে সামাজিক আচারানুষ্ঠানে যে অবাধ জনসন্ধি দেখতে পাচ্ছি তা কিন্তু বিগত দুই দশক পূর্বেও দৃশ্যমান সীমিত আকারের ছিল। বস্তুত তখন আবাহ-বিবাহেও এটির প্রভাব ছিল গোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। খোলাসা বলতে গেলে এক গোষ্ঠির সঙ্গে অন্য গোষ্ঠির বিবাহ বন্ধন করা হতো গোষ্ঠিবাদ প্রথাকে ভেদ করে এতে অনুমিত হয় গোষ্ঠি-গোত্রজ মৌলবাদই ছিল কিছু কিছু ক্ষুদ্র পাহাড়িয় গোষ্ঠি সম্প্রদায়ের পশ্চাত পটতার একমাত্র কারণ।

মানুষ সামাজিক জীব, সামাজিক আদান-প্রদান না থাকলে সেই সমাজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, শিক্ষা, সংস্কৃতির নতুনত্বহীন থেকে যাবে এটাই স্বাভাবিক। পূর্বকারের মত যদি কোনো মেয়ের তাঁর রূপে, গুণে, বা শিক্ষায় যোগ্যতা অর্জনের পরও উন্নত বংশের প্রাপ্যতাকে গোষ্ঠির অভিশপ্তটায় ঢেকে রাখা হত, তাহলে কোনো কন্যাকেই একজন পিতা বর্তমানের মত ব্যয়বহুলতার সময়ে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে

উচ্চ শিক্ষা লাভের পেছনে স্বার্থত্যাগ করত না। যেহেতু উচ্চশিক্ষা লাভ করুক বা না করুক অত্র গোষ্ঠিতেই তাঁর নির্ধারিত ঠিকানা; সুতরাং তাকে শিক্ষিত করা বা না করা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। যার প্রমাণ এখনো প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের মুখে উচ্চারিত হতে শুনা যায়, অপরের মানুষের জন্যে এত খরচ করে কি লাভ? সময় আসলে সে পরের বাড়িতে চলে যাবে, যার মানুষ সে নিয়ে যাবে ইত্যাদি; সেই চিন্তাটি আসবে স্বাভাবিক, কারণ একজন মানুষ সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যেটি অর্জন করতে পারে, তার বিপরীত অন্য কেউ যদি উদ্যম ছাড়া সেটি লাভ করতে পারে, তবে এত উদ্যম বা অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন কোনো বোকাই করতে যাবে কেন? কিন্তু প্রকৃত বিবেচনার দিক থেকে বিচার করলে অপরকে তো অনুপযুক্ত কোনকিছু দেওয়া অন্তত আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ। আর অপর একটি দিক হল ভিক্ষুদের বিনয় সম্পর্কে অধিকাংশ সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতায় বলতে গেলে নেই, তাই কোনো ভিক্ষুর যদি বিনয়ানুগত স্বলন হয়ে যায়, তখন তিনি অবশ্যই সংঘকতৃক বহিষ্কৃত হবেন; সেক্ষেত্রে কিন্তু অজ্ঞাত (বিনয়) গোষ্ঠিবাদীরা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে বৈষম্যের ইস্যুতে রূপ দেবে এবং সহজে মেনে নেবে না; তখনও সমস্যার আবির্ভাব না হবে কে জানে। তাই সুধীগণ, আমার মনে হয় কোনকিছুকে বিশালা পরিণত করার আগে সেটিকে বারংবার পর্যবেক্ষণ করা উচিত বলে মনে করি। বাস্তবিক অভিজ্ঞতায় বলে কোনো কিছুকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতে হলে সেটির বিশালত্ব লাভের পূর্বেই যতটা সহজ কিন্তু পরিপক্বতা লাভের পরে এতটায় কঠিন হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনাও সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই শুধু ধর্মের দিকটি বিবেচনা না করে সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি খুদ্রনৃগোষ্ঠির দৃষ্টান্তটিও একবার ভেবে দেখলে আমার মনে হয় অনেক লাভবান হতে পারব। অন্যতায় কুলবাদ, গোত্রবাদহীন সমুদ্রের লোনাপানির একি রসতুল্য অনাত্মবাদ ধর্মের ছত্রছায়া খুঁজতে গিয়ে যদি বহুত্ববাদ ধর্ম (জাতি গোত্রের কট্টরতা) আবিষ্কার হয়ে যায়, তখন নির্দিধায় আশা করা যায় তার ফল সুখদায়ক নাও হতে পারে।

নমো ত্রিপুরায়  
**অভিমন**  
শ্রী উদয়ন চাকমা

স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্গত তিন পার্বত্য জেলা। কালো কালো পাহাড় ছোট বড় নদ নদী বেষ্টিত সবুজ বনানী ঘেরা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। এ জেলায় অবস্থানরত জাতি সত্ত্বার মধ্যে সংখ্যাধিক্য থেকে বিবেচনা করলে উপজাতি, অ-উপজাতির সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। যদিও ২৫/৩০ বছর আগে এ সংখ্যা অনেক ফারাক ছিল। এ' সংখ্যায় উপজাতিদের মধ্যে চাকমা জাতির সংখ্যা গরিষ্ঠ। উপজাতিদের মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতি সত্ত্বা রয়েছে, তেমনি চাকমা জাতির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন গোজা বা গোষ্ঠী আছে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে বাবুরো গোজা সম্প্রদায়ভূক্ত চাকমারা তাদের গোজার উদ্যোগে একটি মহৎ ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করা হবে। আগামী ১১/০৩/২০১৬ইং তারিখে সেই মহৎ ধর্মীয় দানানুষ্ঠান সম্পাদন করতে যাচ্ছে। প্রতিটি ধর্মীয় দানানুষ্ঠান দেব মানব তথা সকল সত্ত্বগণের হিতসুখ ও মঙ্গল সাধন করে। জাতি বা গোষ্ঠীকে একতাবদ্ধ করে একে অপরকে পরিচিতি ঘটায় এবং মৈত্রীর সেতুবন্দন রচনা করে। এই মহৎ ধর্মীয় কর্ম সম্পাদন ও উদযাপন পরিষদকে গোজার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচিতি প্রদান ও গোজাদিগকে ধর্মীয় কাজে অনুপ্রেরণা প্রদানসহ অন্যান্য গোজা বা গোষ্ঠীর মাঝে উৎসাহ প্রদানের এবং এই মহৎ কাজের স্মৃতি ধরে রাখার প্রয়াসে একটি স্বরনিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। যাহা ধর্মানুরাগী ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রশংসনীয় ও সাধুবাদযোগ্য। এই মহৎ কাজের স্বাক্ষী হওয়ার জন্য আর স্বরনিকায় কিছু অভিমত প্রকাশ করার জন্য সম্মানিত শ্রী সমিরণ চাকমা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মহোদয় আমাকে অনুরোধ জানান। তার স্নেহময় আহ্বান পেয়ে এই ব্যাপারে কিছু অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ পেলাম। আমার লেখায় কেহ সন্তুষ্টি না হলেও আহ্বায়ক মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।

বর্তমান সমাজে যেকোন কর্মকান্ডকে সবাই ভাল চোখে দেখেন না বা প্রশংসা করতে চান না। অথচ যেকোন কাজের মধ্যে ভাল মন্দ দিক থাকে। আমরা শুধু মন্দ দিকটা বেশী বিচার বিশ্লেষণ করি। তাই আমরা প্রশংসার বদলে সমালোচনায় বেশী করে থাকি। এই যে, বাবুরো গোজাদের মহৎ উদ্যোগ শুধুমাত্র ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে প্রেরণা যোগাবে না। এই উদ্যোগ বর্তমানে অন্যান্য গোজা বা গোষ্ঠীদের মধ্যেও অনেক প্রেরণা যোগাবে। এই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে অন্যান্য গোজারাও যদি এরূপ মহৎ কাজ সম্পাদিত করেন তাহলে জাতির জন্য অনেক মঙ্গল সাধিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। বুদ্ধ ধর্মে ইহ-পরকাল ও কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাস রেখে দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদন

করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। ভাল কর্মের দ্বারা ভাল ফল আর মন্দ কর্মের দ্বারা মন্দ ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় ইতিহাসে পাওয়া যায় অতীতের মহাপুরুষগণ, বা দেবপুত্রগণ মত্তভূবনে জন্ম গ্রহণ কালে দানীজ্ঞানী শীলবান ধার্মিক মাতা-পিতা আত্মীয় স্বজন দেখেই জন্ম গ্রহণ করেন। যেই জাতিতে মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, সেই জাতিতে কোন দিনও খারাপ হবার কথা নয়। সেটা আমাদের বিশ্বাস রাখা বা করা উচিত। যেমন পূজ্যপাদ শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে চাকমা জাতিতে জন্ম গ্রহণ করায় বর্তমানে চাকমা জাতিরা বিশ্ব দরবারে বৌদ্ধ জাতি হিসাবে আগের তুলনায় অনেক বেশী পরিচিতি লাভ করেছে। সেই অর্থে আমাদের সবার উচিত হবে যে, বাবুরো গোজার ন্যায় অন্যান্য গোজারাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে মহৎ কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এতে করে নিজ গোজার মান সম্মান যশ-কীর্তি প্রচারিত হয়ে ধর্মীয় ও গোজা অনুভূতি জাগরিত হয়ে মৈত্রী বন্ধন সুদৃঢ় হবে। যার হৃদয়ে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হবে সে কোন দিনও পাপ কর্মে লিপ্ত হবে না। তিনি যদি ধর্মীয় পথে ধাবিত হয় তার ছেলে মেয়ে বংশ ধরোও ধর্মের পথে ধাবিত হবে এটা চিরন্তন সত্য। আদর্শ জাতিতেই দেবপুত্র বা মহাপুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করবেন বৈকি।

মানব জীবনতো অনুকরণ শীল। বংশ পরম্পরায়ও সে রূপ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাই এরূপ মহৎ উদ্যোগ প্রতি বছর নয়, বার বার করা উচিত। এরূপ মহৎ কাজের দ্বারা নিজের তথা সকল সত্ত্বগণের হিত সাধন করে অন্যান্য গোজা বা সমাজেও প্রভাবিত করে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্ফুটিত হবে। এতে করে শুধুমাত্র গোজা বা গোষ্ঠীর ধর্ম দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হবে না সমগ্র জাতিকে অন্ধকার জগৎ থেকে বেরিয়ে উজ্জ্বল থেকে আরো উজ্জ্বল জাতিতে প্রতিষ্ঠিত করবে। অনুরূপভাবে বাবুরো গোজার এই মহৎ উদ্যোগে সমগ্র গোজার ও জাতির মঙ্গল সাধিত হয়ে উত্তম মানব সমাজ গড়ে উঠুক এই প্রার্থনা করি।

বাবুরো গোজার এই মহৎ উদ্যোগে সবাই অনুপ্রাণীত হয়ে প্রত্যেক গোজা ও জাতির চিন্তা চেতনাও এরূপ মহৎ হোক। সবার চিন্তা চেতনা কর্মকাণ্ডও সবার জন্য মঙ্গলময় জীবন গড়ে উঠে জাতি মৈত্রী গড়ে উঠুক। আমার লেখায় বা ভাষায় কাহারও মনে কোন আঘাত জনিত হলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এরূপ প্রচেষ্টা জাতিতে ও গোজায় প্রতিফলিত হয়ে সবার মাঝে ধর্মীয় ও জাতীয় ভাবে মৈত্রী বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হোক এই কামনা করে উদযাপন কমিটির উদ্যোগ সাফল্য মণ্ডিত হোক এই কামনা করে সমাপ্ত করলাম।

## ভূমিকা

চাকমা জাতীর ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় তাদের আদি আবাসভূমি ছিল চম্পক নগর। চাকমা কবি গেংখুলির কবিতাচ্ছন্দে চম্পক নগরে ফিরে যাবার কথা উল্লেখ থাকলেও আমি অন্য ভাবে ছন্দ মিলিয়ে বলতে চাই- “থেইদ ন’ পারিবং ইদু ভেই, চম্পক নগর ফিরিয়েই”। ইতিপূর্বে চাকমা জাতির ইতিহাস নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। এতে ধারণা করা যায় যে, ইহা সেই সুদূর আরাকান-থাই সীমান্তে অবস্থিত চম্পক নগর। তবে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কোন এক সময় দেশনা প্রসঙ্গে বলেছেন, চাকমারা ভিয়েতনাম থেকে থাই-আরাকান হয়ে চট্টগ্রামে আগমন করেছে। উল্লেখ্য যে, বার্মার জনৈক অরহত ভিক্ষু নাকি বান্দরবনে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয় উছালা ভন্তের নিকট মন্তব্য করেছেন যে, চাকমারা বার্মা হয়ে আসার পথে কোন এক অরহত ভিক্ষুকে অবক্ষা, তিরস্কার করেছিল যার ফলে তাদের জাতীয় জীবনে এত দূরাবস্থা।

বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশে যেইসব চাকমারা বসবাস করতেছে তারা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে চাকমা রাজ পরিবারের মৈন সুরেশ্বরী নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির অধিনায়কত্বে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের ‘আলেখদ্যয়ং’ নামক স্থানে আগমন করে বলে উল্লেখ রয়েছে। চাকমা সমাজে প্রবাদ আছে যে, “ঝাড়ং গেলে বাঘে খায়, ঘরত ঘেলে মগে পায়”। এতে প্রমাণিত হয় যে, আরাকান মগদের সাথে চাকমাদের যুদ্ধ হয়েছিল। এর পর পরবর্তীতে কুকিদের সাথেও চাকমাদের সংঘর্ষ লেগে থাকতো বলে লোকমুখে শুনা যায়।

এই অঞ্চলে প্রথম বসতিস্থাপনকালে চাকমারা জনসংখ্যায় ছিল খুবই কম। পরবর্তীতে ক্রমাগতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমগ্ররাজ্য কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি অঞ্চলকে এক একটি ‘তালুক’ নামে অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্বর্গীয় জানবক্স খাঁ (১৭৮২-১৭৯৯) রাজত্বকালে ইংরেজদের সঙ্গে পরপর তিনবার যথাক্রমে ১৭৮৩, ১৭৮৪ এবং ১৭৮৫ সালে যুদ্ধ হয়। ইংরেজগণ পরপর দুইবার পরাজিত হয়। এতে বুঝা যায় চাকমারা যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শী। চাকমা কবি গেংখুলির কবিতায় উল্লেখ আছে যে, “দিলুং ভাতজরা গঙারে, মলে মুরিবং সমারে”। অর্থাৎ প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে একই সঙ্গে সবাই মৃত্যুবরণ করবে।

জানবক্স খাঁর শাসনকালীন সময়েই সামাজিক ও অর্থনৈতিক শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে রাজ্যটি কয়েকটি তালুকে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক তালুকে একজন করে রাউলী বা দলনেতা থাকত। রাজার নির্দেশক্রমে সামাজিক শুভাশুভ যে কোন কাজ সমাধা করত রাউলী। বাবুরা তালুকে রাউলী ছিলেন নূয়াহারণ। নূয়াহারণ ছিলেন বুরবুয়া গোজার

বংশোদ্ভূত। হঠাৎ একদিন নূয়াহারণ বাবুরা তালুকের বাবুরা গোজার এক ছেলের মাকে দেখে বিয়ে করার ইচ্ছা হওয়ায় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল মেয়েটা বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। নূয়াহারণ মেয়েটাকে বিবাহ করতে সম্মতি প্রকাশ করলে তালুকের অধিবাসীরা উক্ত বিষয়টি রাজার কাছে অবগত করান। রাজা এতে সম্মতি দিলে শুভদিনে শুভলগ্নে তাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর নূয়াহারণ বাবুরা তালুকে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন এবং বাবুরা গোজা বলে নিজেকে ঘোষণা করেন। বছর কয়েক পর তার ঔরষে দুই ছেলে জন্ম হয়। বড় ছেলে ‘জুর খাঁ’ এবং ছোট ছেলের নাম ‘নামা খাঁ’। ক্রমে নূয়াহারণ উভয় ছেলে এবং পালিত ছেলের (মায়ের সাথে (আসা) বিবাহ দিয়ে সুখে শান্তিতে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। আর তার যে একটি ত্রিপুরা চাকরানী ছিল, সেই চাকরানীর ছেলেকেও নিজের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করে তার বাড়ীতে অবস্থান করতে আদেশ দিলেন। এমনিভাবে সুখে শান্তিতে দিন অতিবাহিত হতে লাগল। একদিন হঠাৎ রাজার আদেশ হল তার ছেলে রাজ কার্যালয়ে হাজির হতে। নূয়াহারণ ভাবলেন, হয়তো খরাপ কোন কিছু হতে পারে। তাই তিনি তার ঔরষজাত ছেলেকে না পাঠিয়ে তার পালিত ছেলেকে পাঠালেন। রাজা তাকে খীসার উপাধি প্রদান করলেন। ইহা জেনে নূয়াহারণ নিজে রাজ কার্যালয়ে হাজির হয়ে তার ঔরষজাত বড়ছেলেকেও খীসার উপাধি দেওয়ার প্রার্থনা জানালে রাজা তাতে রাজী হন। একদিন তার ঔরষজাত বড় ছেলে এক মোকদ্দমার বিচারক হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। তার বিচারের রায় বিবাদীর মনপুত না হলে রাজার নিকট সুবিচারের জন্য প্রার্থনা জানান। রাজা জুরখাঁ খীসাকে (নূয়াহারনের বড় ছেলে) রাজ দরবারে ডেকে পুনঃ বিচার করার আদেশ দিলে এতে জুরখাঁ খীসা তার বিচারের রায়ের প্রতি অবিচল থেকে রাজার পূণঃ বিচারের আদেশ অমান্য করলে, রাজা তাতে রাগান্বিত হয়ে তরবারি দ্বারা বুক চিড়িয়ে দিবেন বলে ভিত্তি প্রদর্শন করেন। তখন জুর খাঁ খীসা বুক পেতে দিলে রাজা এতে মুগ্ধ হন এবং বাহু দিয়ে “কী গজাঙ্গুরল” বলে মন্তব্য করেন। তখন হতে গজাল্যা গুপ্তি বা গোষ্ঠির সৃষ্টি হয়। অতএব, খীসা উপাধী নিয়ে বড় ভাই জুর খাঁর বংশধর এবং ছোট ভাই নামা খাঁ এর বংশধর, উভয় বংশধরের লোক বর্তমান গজল্যা গোষ্ঠির অন্তর্গত। জুরখাঁ এবং নামা খাঁ এ’ দুই ভাই হলেন গজল্যা গুপ্তির আদি পুরুষ। রামেশ্বর উর্ধতন এবং অধঃস্তন বংশধরদের আবাসভূমি ছিল হাজাছড়ী (ভূই আদাম)। তদানিন্তন বৃটিশ শাসনামলে রামেশ্বর ছোট ছেলে রুনক্ক তাঁর ভাইপো অভিরতচন্দ্রকে (উনক্ক এর বড় ছেলে) নিয়ে চেকী নদীর উপত্যকায় কমতলী গ্রামে (বড় মহাপ্রম মুখ) স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। ১৯৬০ ইংরেজীতে কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে কমতলী গ্রামটি জলমগ্ন হওয়ায় অনেকে

খাগড়াছড়ি জেলার কমলছড়ি গ্রামে এবং অনেকে রামগড় উপজেলাধীন গুইমারা গ্রামে পূর্ণবাসিত হন। অপরদিকে ধামাই তালুক হতে ধামাই গোজার এক লোক বাবুরা তালুকে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং বাবুরা গোজা বলে নিজেকে পরিচয় দেয়। ঠিক যেমনিভাবে বন্দুক ভাঙ্গা মৌজাটি রাজার নিজস্ব খাস মৌজা হওয়ায় করমুক্ত বলে অন্যত্র হতে ভিন্ন গোজা এবং গোষ্ঠীর বেশ কিছু পরিবার বন্দুকভাঙ্গা মৌজায় বসতি স্থাপন করে বুরবুয়া গোজাভুক্ত হয়ে পড়েন। এমনকি ত্রিপুরা জাতির লোকজনও নাকি বুরবুয়া গোজাভুক্ত হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি ধামাই তালুক হতে বাবুরা তালুকে এসে নিজেকে বাবুরা গোজা বলে পরিচয় দেয় তার ‘মা’ ছিল না। মা না থাকার কারণে তাকে “মা নেইয়া” (অর্থাৎ তার মাতা নেই) বলে ডাকতো। সেই হতে তার বংশধরেরা মানেইয়া গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নৃয়াহারণের বিবাহিত বিধবা স্ত্রীর ছেলেটি যেহেতু বাবুরা তালুকের বাবুরা গোজার বংশোদ্ভূত, অতএব তার বংশধরেরা “বাবুরা গোষ্ঠী” হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অপরদিকে বাবুরা গোজার গ্রামে লেবা গোজা হতে আসা একজন বংশধর বসবাস করতে করতে “লোহাপাত্তো” গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

এমনিভাবে চাকমাদের মধ্যে বেশ কিছু গোজা এবং প্রতিটি গোজার একাধিক গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়াত বাবু যামিনী রঞ্জন চাকমার লিখিত “চাকমা দর্পন” ১ ম খন্ডে ৩৪টি গোজার উল্লেখ আছে। অপরদিকে শ্রী আঙু ফুলচান কাবরী (আগর শাস্ত্রী) এর লিখিত “স্বধর্ম পথে” বইটিতে ৩৩টি গোজার নাম উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া যামিনী বাবুর বইটিতে “হিয়া/হেয়” গোজা নামে যেটি উল্লেখ রয়েছে সেটি ফুলচান কাবরীর বইয়ে উল্লেখ নেই। “ধামাই” গোজার পাশাপাশি ‘ধাবেঙঅ’ গোজা নামেও একটি গোজা আছে বলে জানা যায়। কিন্তু ফুলচান কাবরীর বইটিতে এটি উল্লেখ করা হয় নাই। এমনিভাবে গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম থাকা স্বাভাবিক। যারা এ সমস্ত বিষয়ে গবেষণা করেন তাদের সমন্বয়ে আলোচনার ভিত্তিতে গোজা এবং গোষ্ঠীর প্রকৃত তালিকা প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন মনে করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ-

শুভেচ্ছান্তে

১। মোহন বাঁশী কাবরী

সঞ্জয় বিকাশ চাকমা

২। প্রয়াত বাবু যামিনী রঞ্জন চাকমা

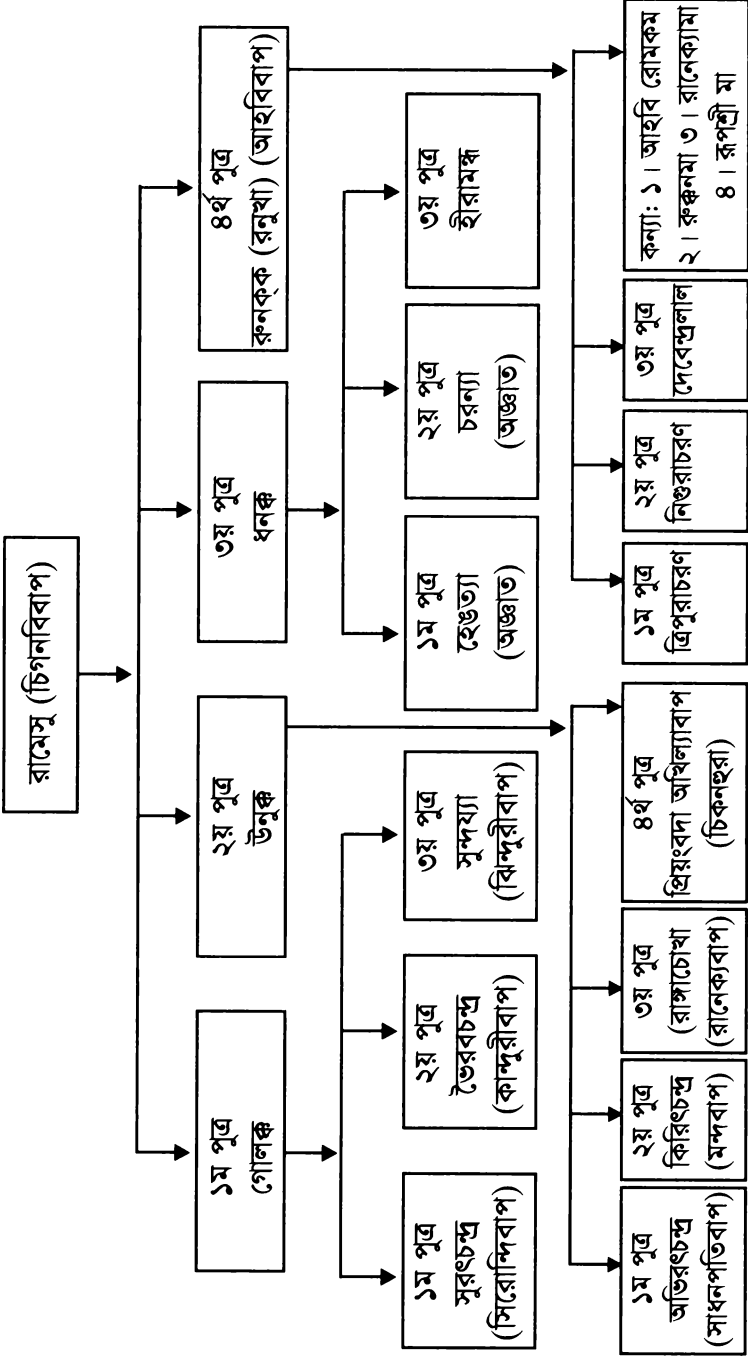
৩। আঙু ফুলচান কাবরী (আগর শাস্ত্রী)

বাবুরা গোজার গজাল্যা গুণ্ডির আংশিক বংশ তালিকার নমুনা সকলের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা গেল।

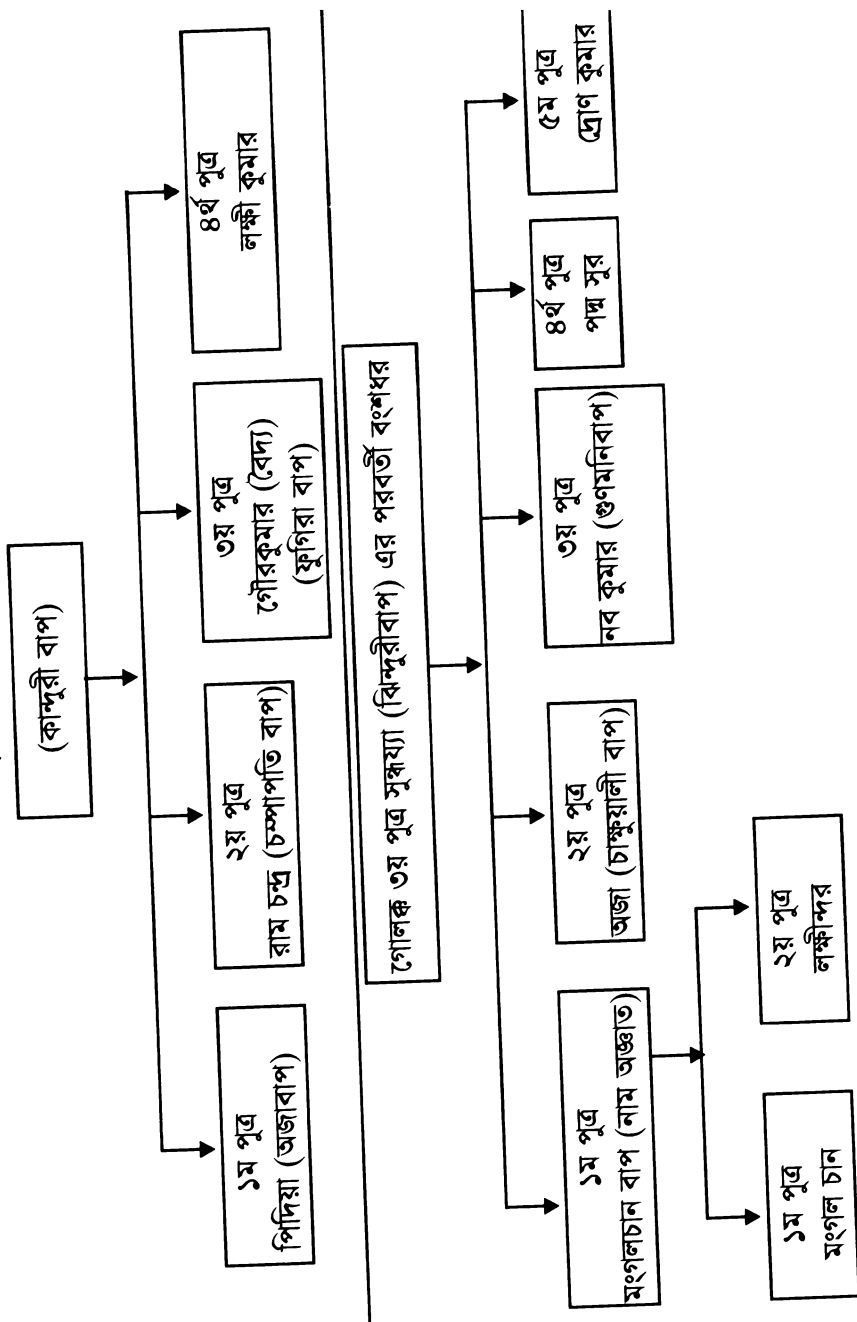


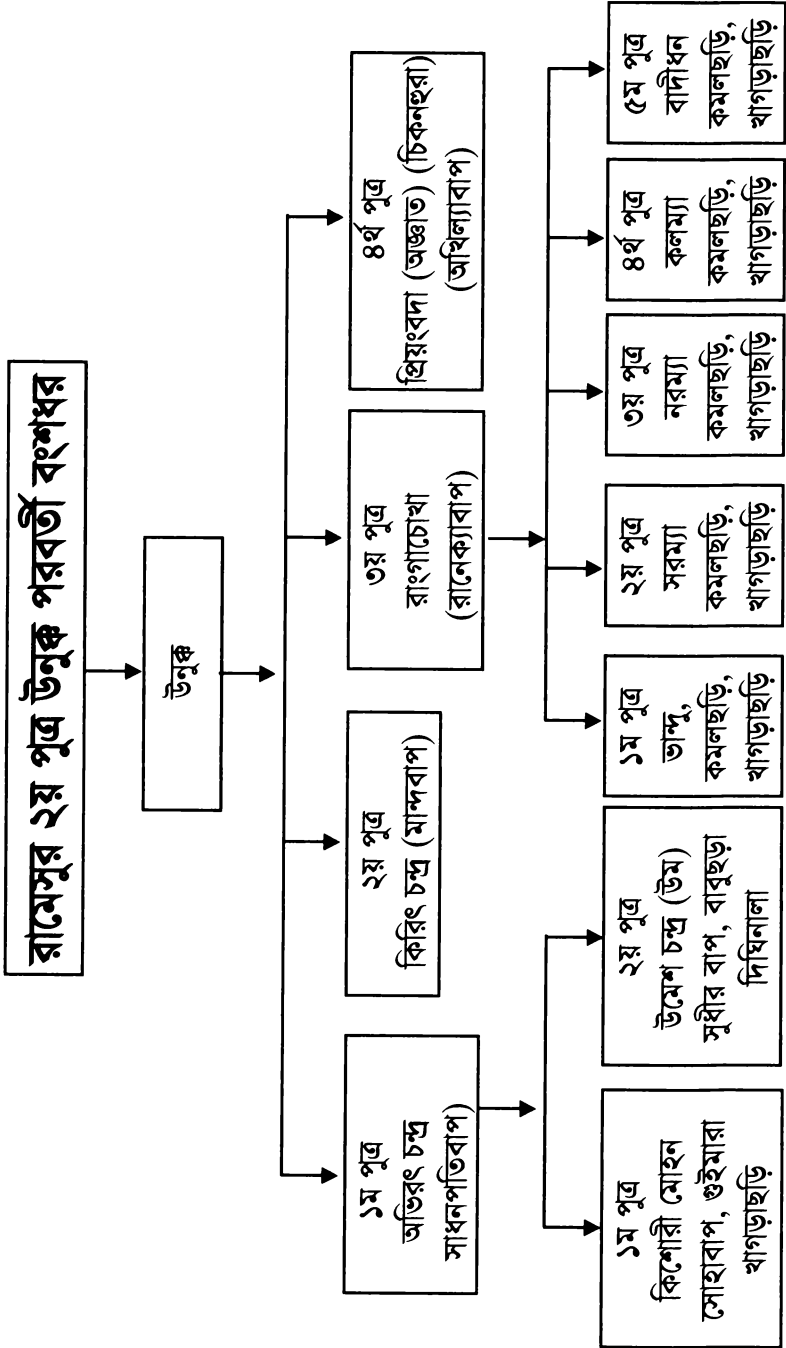
# “রামেসু” (চিগনবিবাপ) ও তাঁর ৪ (চার) পুত্রের

## পরবর্তী বংশধরগণ

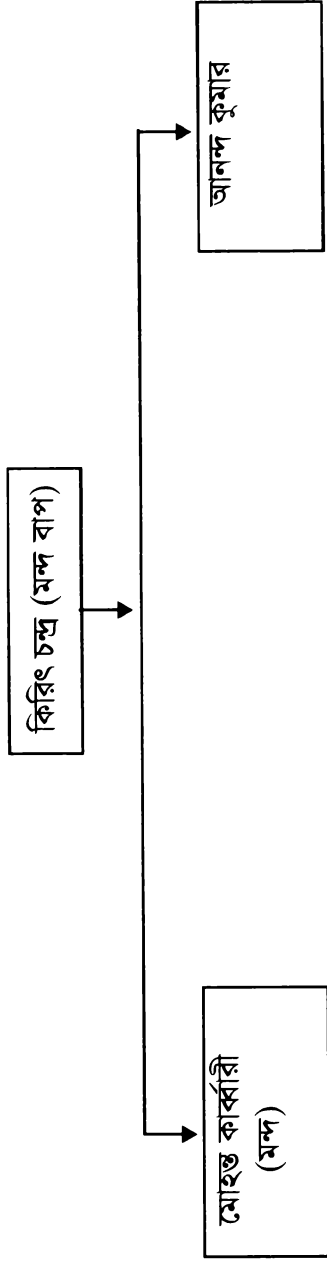


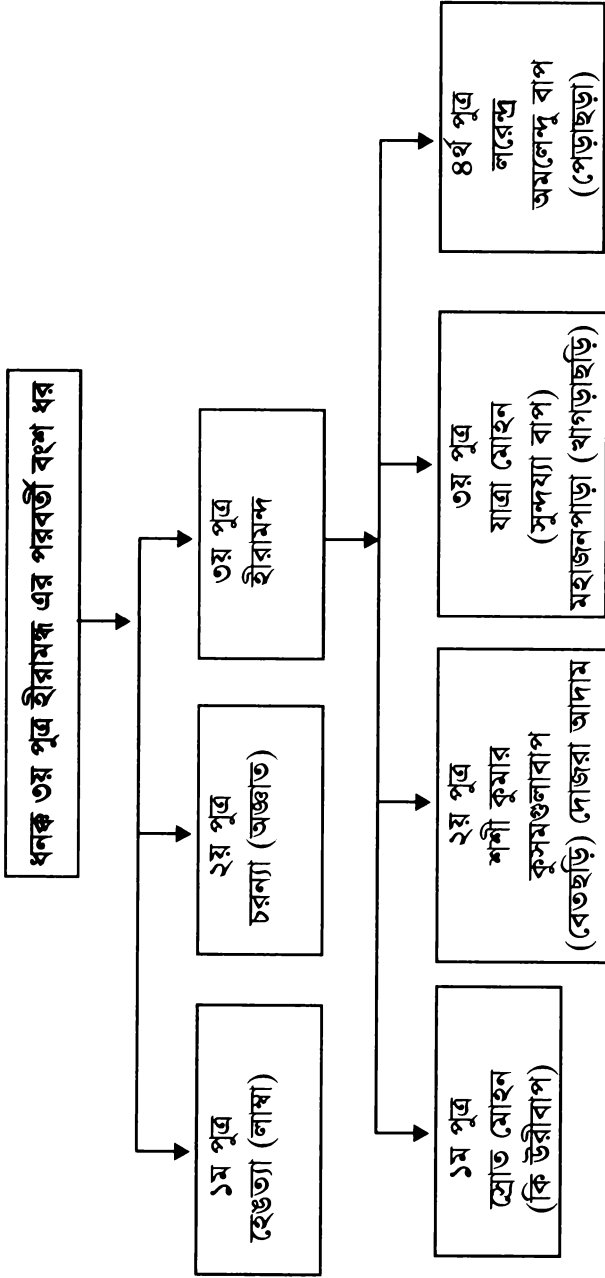
# গোলক্ক ২য় পুত্র ভৈরবচন্দ্র পরবর্তী বংশধর



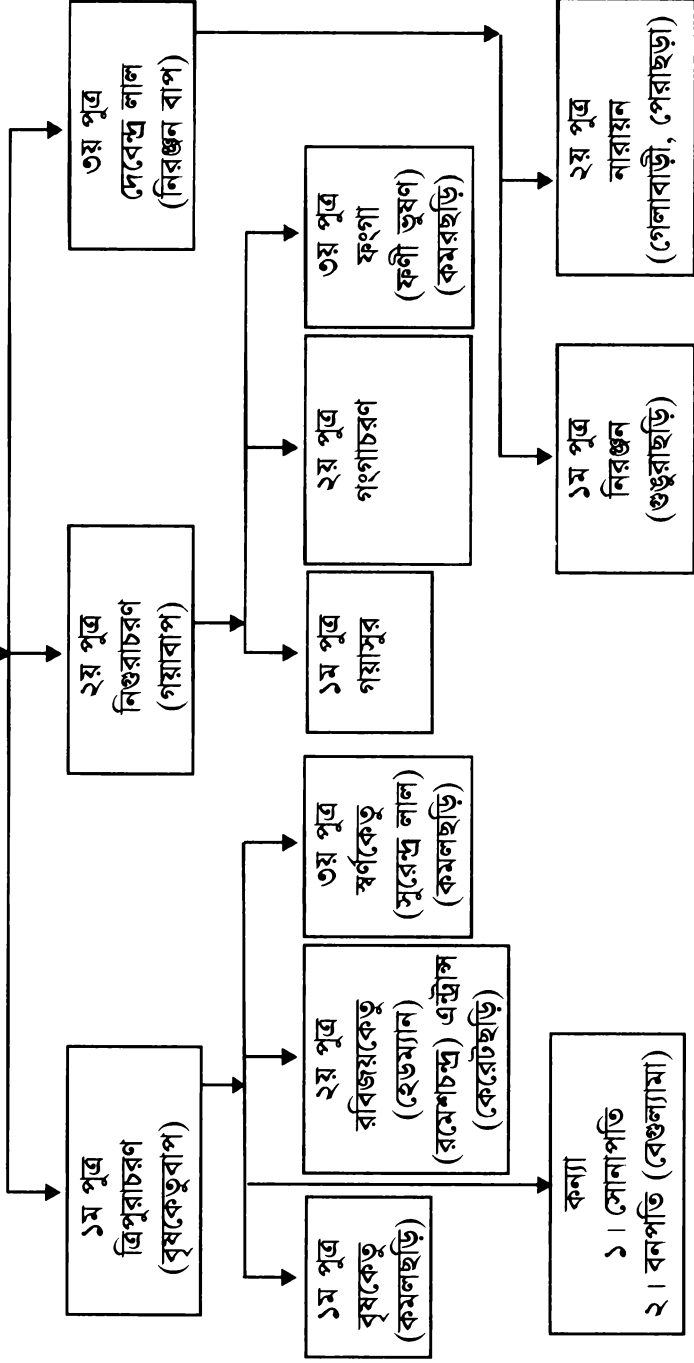


## উনুৰ্দ্ধ-২য়পুত্র কিরিৎ চন্দ্র (মন্দ বাপ) এর পরবর্তী বংশধর





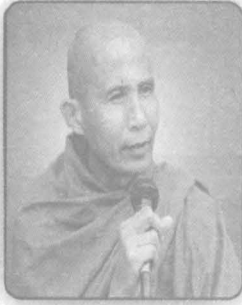
“রামেসু” ৪র্থ পুত্র  
রত্নক (আহবিবাপ) এর পরবর্তী বংশধর  
কমতল বিড়ীঘাট (প্রথম বসতি স্থান)



অপরাপর তিনটি গুণ্ডির বংশ তালিকা সংগ্রহ করে আহ্বায়কের নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা গেল । যাতে আগামীতে সকল গুণ্ডির বংশ তালিকা আংশিক হলেও বই আকারে প্রকাশ করতে পারি ।

শুভেচ্ছান্তে  
সঞ্জয় বিকাশ চাকমা

পরম পূজ্য শ্রদ্ধেয় বনভাস্কের শাসনে বাবুরা গোজা থেকে প্রবজ্যাধারী ভিক্ষুদের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:



০১. শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির  
রাজবন বিহার, আবাসিক প্রধান  
জন্মস্থান: গামারী ঢালা, বাগড়াহড়ি  
বর্ষাবাস : ৩৭ গ



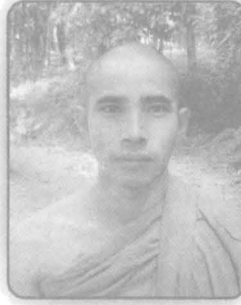
০২. শ্রীমৎ ভদ্রজী মহাহুবিৰ  
অধ্যক্ষ, আৰ্য বনবিহাৰ, ধৰ্মপুৰ খাগড়াছড়ি  
জনাস্থান : গৰ্জনতলী, নানিয়ারচর, ব্রাহ্মাতি।  
বর্ষাবাস : ৩০ গ



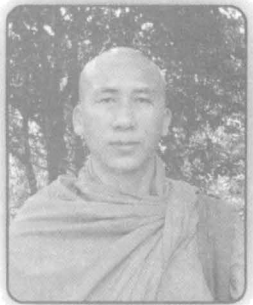
০৩. শ্রীমৎ জিনবোধি মহাস্থবির  
অধ্যক্ষ, বোধিপূর, বনবিহার  
জন্মস্থান: পাইলট পাড়া,  
কমলছড়ি, ঝাংড়াছড়ি।  
বর্ষাবাস : ২৫ গ



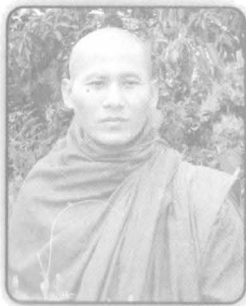
০৪. শ্রীমৎ ধর্মাবতার স্ববির  
আর্য বনবিহার, ধর্মপুর, খাগড়াছড়ি  
জন্মস্থান: রাজাপানি ছড়া, খাগড়াছড়ি  
বর্ষাবাস : ১৬ গ



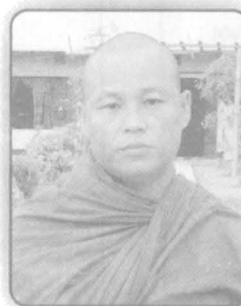
০৫. শ্রীমৎ জ্ঞান জ্যোতি ভিক্ষু  
অধ্যক্ষ, শীলাচর বনবিহার, পানছড়ি  
জন্মস্থান: বাবুরা পাড়া লোগাং,  
পানছড়ি ঝাংগাছড়ি  
বর্ষাবাস : ১৫ গ



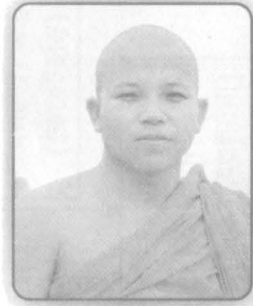
০৬. শ্রীমৎ মৈত্রী লংকার ভিক্ষু  
অধ্যক্ষ  
চিন্তারাম শান্তি মৈত্রী বনবিহার, হাতিমারা  
জন্মস্থান: হাতিমারা, রাঙ্গামাটি  
বর্ষাবাস : ১৫ বাবুরা



০৭. শ্রীমৎ ধর্ম কীর্তি হুবির  
রাজবনবিহার, রাজমাটি  
জগন্নাথন: গুইয়ারা, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি  
বর্ষাধাস : ১৫ বাবরা

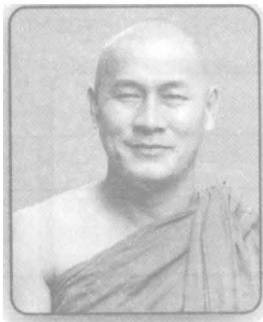


০৮. শ্রীমৎ সারিপুত্র হুবির  
অরণ্য কুটির  
জনাঙ্কান: শৈলেশ্বরী, নানিয়াচর, বাল্লাঘাট  
বর্ষাবাস : ১৩



০৯. শ্রীমৎ সত্য জগৎ স্ববির  
রাজবন বিহার, রাজমাটি  
জন্মস্থান: কাটলতলী, নানিয়ারচর, রাজমাটি  
বর্ষাবাস : ১৩ মা

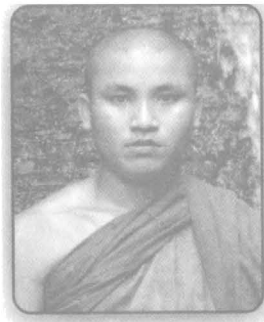




১০. শ্রীমৎ আৰ্যপদ স্বৰি  
বৈশালীগর বনবিহার, ঝাগড়াছড়ি  
জন্মস্থান : বাদলছড়ি, কুড়ুলছড়ি, রাজামাটি।  
বর্ষাবাস : ১২ মানেয়া



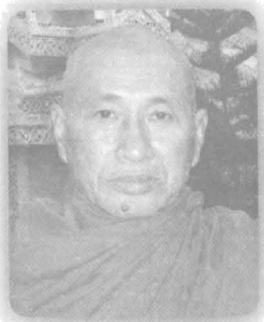
১১. শ্রীমৎ ধ্যাননন্দ ভিক্ষু  
জীবকল্যাণ বৌদ্ধ বিহার, কুড়ুলছড়ি, রাজামাটি  
জন্মস্থান : হাজাছড়ি, পরাদাম, নানিয়ারচর, রাজামাটি।  
বর্ষাবাস : ৮ বাবুয়া



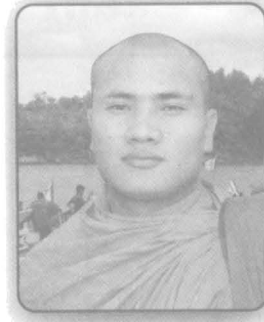
১২. শ্রীমৎ মঙ্গলানন্দ ভিক্ষু  
শান্তিগিরি, জাবনা কুটির, রাজাপানি ছড়া, ঝাগড়াছড়ি  
জন্মস্থান : বাবুয়াপাড়া, লোগাং পানছড়ি, ঝাগড়াছড়ি  
বর্ষাবাস : ৮



১৩. শ্রীমৎ আত্মসিদ্ধি ভিক্ষু  
সারনাথ বনবিহার, কড়ল্যাছড়ি, ঝাগড়াছড়ি  
জন্মস্থান : কাম্বেলতলী, নানিয়ারচর, রাজামাটি  
বর্ষাবাস : ৭



১৪. শ্রীমৎ আৰ্য বংশ ভিক্ষু  
রাজ বনবিহার, রাজামাটি  
জন্মস্থান : কাম্বেলতলী, রাজামাটি  
বর্ষাবাস : ৭ গ



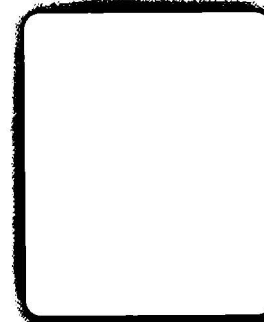
১৫. শ্রীমৎ সংঘ বর্দ্ধন ভিক্ষু  
তক্ষশীলা বনবিহার, রামধনুপাড়া, নানিয়ারচর, রাজামাটি  
জন্মস্থান : বাবুয়াপাড়া, আইবোনছড়া, ঝাগড়াছড়ি  
বর্ষাবাস : ৪



১৬. শ্রীমৎ বিবেকবর্দ্ধন ভিক্ষু  
বাধিপুৰ, অরণ্য কুটির, পানছড়ি ঝাগড়াছড়ি  
জন্মস্থান : আপার পেড়াছড়া, ঝাগড়াছড়ি  
বর্ষাবাস : ৪ বাবুয়া



১৭. শ্রীমৎ জয়কীর্তি ভিক্ষু  
রাজ বনবিহার, রাজামাটি।  
জন্মস্থান : ভুইয়াদাম, কুড়ুলছড়ি, রাজামাটি  
বর্ষাবাস : ৪ গ



১৮. শ্রীমৎ ধর্মসার ভিক্ষু  
রাজবন বিহার, রাজামাটি  
জন্মস্থান : সীমানালাহ, ধুংকছড়া পানছড়ি, ঝাগড়াছড়ি  
বর্ষাবাস : ৪ বাবুয়া

১৯. শ্রীমৎ বোধিযোগ ভিক্ষু  
রাজ বনবিহার, রাঙ্গামাটি।  
জন্মস্থান: নালকাটা, পানছড়ি, বাগড়াছড়ি  
বর্ষাবাস : ৪ গ

২০. শ্রীমৎ কুশলচিন্তা ডিন্ধু,  
লোগাং বনবিহার, পানছড়ি খাগড়ছড়ি

২১. শীলবাস্তু ভিক্ষু  
 ধৃত্য অরব্য সাধনা কেন্দ্র, ভূইয়াদম, নাগপুর, রাশ্মাটি  
 জন্মস্থান : লাঙেলপাড়া, নানিয়ারচর, রাশ্মাটি  
 বর্ষাবাস : ২ গ

২২. শ্রীমৎ অগ্রকীর্তি ভিক্ষু  
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি  
জন্মস্থান : দক্ষিণ মরাচেঙ্গী, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি  
বর্ষাবাস : ২ গ

সংগ্রহে : শ্রীমৎ সত্য জগৎ স্ববির  
রাজবন বিহর, রাঙ্গামাটি ।

১১ মার্চ ২০১৬খ্রি: রাজবনবিহারে বাবুরো গোজার ১ম বারের ধর্মীয়  
অনুষ্ঠানের উদযাপন কমিটির উপদেষ্টা কমিটি, অর্থ উপ কমিটি  
তথ্য ও প্রচার উপকমিটি ।

## উপদেষ্টা কমিটি

ক্র নং	নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল নং
১.	সঞ্জয় বিকাশ চাকমা অবরসপ্রাপ্ত ডেমোনেস্ট্রের রাস্তামাটি সরকারি কলেজ	উপদেষ্টা	শশী দেওয়ান পাড়া, রাস্তামাটি	০১৫৫২৭৩৪৭৬৬
২.	নব কমল চাকমা উপজেলা চেয়ারম্যান দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি	উপদেষ্টা	দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি	০১৮৩৮১৩৭৮৪৬
৩.	অমিত চাকমা সদস্য রাস্তামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ	উপদেষ্টা	মাঝেরবস্তি, রাস্তামাটি	
৪.	বীর কিশোর চাকমা প্রাক্তন সদস্য পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি	উপদেষ্টা	খাগড়াছড়ি	
৫.	জয়ন্ত কুমার চাকমা অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক রাণী দয়া ময়ী উচ্চ বিদ্যালয়	উপদেষ্টা	স্থায়ী : কমলছড়ি, খাগড়াছড়ি বর্তমান: পশ্চিম ট্রাইবেল আদাম রাস্তামাটি	০১৫৫৬৬২৭৪৫৩
৬.	জিতেন্দ্রিয় চাকমা মাঠ তত্ত্বাবধায়ক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড খাগড়াছড়ি ।	উপদেষ্টা	দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি	০১৫৫৩৩২০৯৬২
৭.	মানস মুকুর চাকমা ঠিকাদার, রাস্তামাটি ।	উপদেষ্টা	কন্ট্রাস্টরপাড়া, রাস্তামাটি ।	০১৮২০৩২১০৫৮

## অর্থ উপ-কমিটি

ক্র নং	নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল নং
১.	পবন কুমার চাকমা মুখ্য প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট শুকেরছড়ি, রাস্তামাটি ।	আহ্বায়ক	ট্রাইবেল আদাম রাস্তামাটি	০১৫৫৬৫১১২৩১
২.	অহিংসা চাকমা সুপারভাইজার ইডুকেশন ইউএনডিপি রাস্তামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ।	সদস্য	কলেজ গেইট, রাস্তামাটি	০১৫৫৬৩৭৪২১১
৩.	বিমল কাশি চাকমা অফিস সহকারী পিআইও অফিস, নানিয়ারচর ।	সদস্য	কে, কে রায় সড়ক	

ক্র নং	নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল নং
৪.	নিরোদ বরণ চাকমা, প্রধান শিক্ষক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘিলাছড়ি, রাঙ্গামাটি।	সদস্য	কলেজ গেইট, রাঙ্গামাটি	০১৮২০৩৫২৫৩০
৫.	সমীরণ চাকমা	সদস্য	রাজদ্বীপ, রাঙ্গামাটি	

## তথ্য ও প্রচার উপ-কমিটি

ক্র নং	নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল নং
১.	সঞ্জয় বিকাশ চাকমা	আহ্বায়ক		
২.	কিরণ জ্যোতি চাকমা সেফ্রেটারী ৪নং কুতুকছড়ি ইউপি রাঙ্গামাটি	সদস্য-সচিব	কুতুকছড়ি	০১৯২৪৭২০৭৫৮
৩.	রমনী কান্তি চাকমা উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	সদস্য	ট্রাইবাল আদাম	০১৫৫৬৩৭৮৩২৮ ০১৮২০৩৫৭৪৮৯
৪.	সমীরণ চাকমা	সদস্য	রাজদ্বীপ, রাঙ্গামাটি।	

## উদ্যাপন কমিটি

ক্র নং	নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল নং
১.	সমীরণ চাকমা নির্বাহী সদস্য রাজবনবিহার উপাসক উপাসিকা পরিষদ	আহ্বায়ক	রাজদ্বীপ রাঙ্গামাটি	০১১৯৫১০৪৭৬৪
২.	অমর জীবন চাকমা চেয়ারম্যান ঘিলাছড়ি ইউনিয়ন নানিয়ারচর	সদস্য সচিব	কেরেট ছড়ি, নানিয়ারচর	০১৮২০৩২৬১৭৩
৩.	অমল কান্তি চাকমা হেডম্যান ১১২ নং দুলুছড়ি মৌজা রাঙ্গামাটি	সদস্য সচিব	কুতুকছড়ি, রাঙ্গামাটি	০১৮৪০০২৪৭৮৩
৪.	হেম রঞ্জন চাকমা ইউপি মেম্বর, ভেইবোন ছড়া পানছড়ি, খাগড়াছড়ি	সদস্য	কুরাদিয়া ছড়া, খাগড়াছড়ি	০১৫৫৩৭৫৬০৩৫
৫.	দেব প্রসাদ চাকমা	সদস্য	খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি	০১৫৫২৩৫৫২৩২
৬.	আশা পূর্ণ চাকমা অফিস সহকারী দীঘিনালা হাসপাতাল খাগড়াছড়ি।	সদস্য	শনিভর, খাগড়াছড়ি	০১৫৫৩১২৪১১৫

ক্র. নং	নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল নং
৭.	বীর চন্দ্র বাবুরো	সদস্য	কে,কে রায় সড়ক, রাঙ্গামাটি	
৮.	বিমল কাশি চাকমা, অফিস সহকারী পিআইও অফিস, নানিয়ারচর রাঙ্গামাটি।	সদস্য	কে,কে রায় সড়ক, রাঙ্গামাটি	০১৮২০২২১৬৭৫
৯.	অন্ন পূর্ণ চাকমা, উচ্চমান সহকারী কৃষি অফিস, বরকল, রাঙ্গামাটি।	সদস্য	কে,কে রায় সড়ক, রাঙ্গামাটি	০১৫৫৬৭৪৭২৭২
১০.	দেব চন্দ্র কার্বারী	সদস্য	ভাঙ্গামুড়া, নানিয়ারচর	০১৫৫৪২৭৯৪৪৭
১১.	মিসেস মিনতি চাকমা প্রাক্তন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি	সদস্য	বনরূপা, রাঙ্গামাটি	০১৫৫৬৭৭৩৬৭১
১২.	মহতি চাকমা প্রাক্তন পৌর মহিলা কমিশনার রাঙ্গামাটি	সদস্য	ট্রাইবেল আদাম, রাঙ্গামাটি	০১৫৫০৬০৭৬১২
১৩.	অমল বিকাশ চাকমা	সদস্য	হেডম্যান পাড়া কুতুকছড়ি	
১৪.	জ্ঞান দাস চাকমা	সদস্য	পুটিখালী, ভুইয়াদম রাঙ্গামাটি	০১৮২৬০০০৮৪১৮
১৫.	দেবপ্রিয় চাকমা	সদস্য	হেতমরা, নান্যচর	০১৮৬৮৫৫০৬৯৯
১৬.	দয়াল চাকমা	সদস্য	কল্যাণ পুর, রাঙ্গামাটি	০১৮২০৩৬১৬০২
১৭.	প্রিয় লাল চাকমা	সদস্য	সুখী নীল গঞ্জ, রাঙ্গামাটি	০১৮৬২৭৭০৯৩৩
১৮.	রাতুল চাকমা সমাধান ডেকোরেটর্স	সদস্য	মাঝের বস্তি, রাঙ্গামাটি	০১৫৫৬৭০১০১৮
১৯.	প্রগতি চাকমা	সদস্য	টি,টি এন্ডটি রাঙ্গামাটি	০১৯৭৮৮১১৩১১
২০.	শুক্র কুমার চাকমা	সদস্য	কল্যাণ পুর রাঙ্গামাটি	
২১.	অমর বিকাশ চাকমা	সদস্য	হেতমরা, নান্যচর	
২২.	নেপোলিয়ন চাকমা প্রধান শিক্ষক কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয় খাগড়াছড়ি সদর।	সদস্য	হবং পুয়া, খাগড়াছড়ি।	০১৫৫৩৪৯৩৫৩৮
২৩.	স্বপন কুমার চাকমা অগ্রণী ব্যাংক, সিনিয়র অফিসার খাগড়াছড়ি।	সদস্য	খাগড়াছড়ি সদর	

রাজবন বিহারে বাবুরা গোজার প্রথম জ্ঞাতি পুণ্যানুষ্ঠান উপলক্ষে  
জানাই

# আন্তরিক অভিনন্দন



## আরবক স্টুডিও

(২য় তলা ৩নং দোকান)  
সমতা ঘাট, বনরূপা, রাঙ্গামাটি।  
স্থাপিত : ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।  
প্রতিষ্ঠাতা : সমীরণ চাকমা

### নিম্নোল্লিখিত কাজের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

- |                                                                     |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ★ ছবি তোলা                                                          | ★ ছবি প্রিন্ট                                                                   |
| ★ লেমিনেটিং                                                         | ★ স্কেনিং                                                                       |
| ★ ফটোস্ট্যাট                                                        | ★ কম্পিউটার প্রিন্ট                                                             |
| ★ অনলাইনে ফরম পূরণ ও<br>বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্ট<br>শীট পাওয়া যায় | ★ ডাচ্ বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং<br>ও বিকাশের মাধ্যমে টাকা<br>উত্তোলন ও পাঠানো হয়। |